জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

হস্তিশাবকের মৃত্যু

গণেশ চতুর্থীর পরের দিনই হস্তিশাবকের দেহ উদ্ধার হল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির মিরগা জঙ্গলে। রাতে হাতির দল ঢোকে হাসপাতালের পিছনের মাঠে। সেখানেই মৃত্যু হয়। অপেক্ষা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ

শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। খুব ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই দক্ষিণবঙ্গে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে

মহারাষ্ট্রে বহুতল ভেঙে মৃত কমপক্ষে ২০ জন

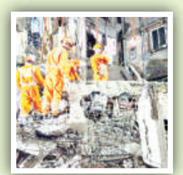

বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নয় মামলা করে মুখ পুড়ল গদ্দারের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৬ • ২৯ অগাস্ট, ২০২৫ • ১২ ভাদ্র ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 96 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 29 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে আরও বেশি আসন জিতবে তৃণমূল

কমিশন-এজেন্সিকে দিয়ে ললিপপ সরকার বিজেপির

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশন আর এজেন্সি দিয়ে ললিপপ সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু বাংলা ওদের ভয় পায় না। যতই চক্রান্ত করুক, কোনও লাভ হবে না। ২০২৬-এ আরও বেশি আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ২৮শের ছাত্র সমাবেশ থেকে এভাবেই গর্জে উঠলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন, ২০২৬-এ ৫০টি আসনও পাবে না বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচন এলেই এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে। আগে কখনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিজেপি করত না। কোনও রাজনৈতিক দল করত না। কিন্তু এখন করছে।

নেত্রী বলেন, মনে রাখবেন, আমি সাতবার এমপি হয়েছি, দু'বার রেলমন্ত্রী হয়েছি, আমি কয়লা মন্ত্রক, নারী-শিশুকল্যাণ মন্ত্রক, যুব-ক্রীড়া মন্ত্রক

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মঞ্চ থেকে অভিষেক : ৫০ আসনও পাবে না বিজেপি

সামলেছি। জাতীয় মহিলা কমিশন, স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আমার সময় তৈরি হয়েছিল। সেজন্য ছেলেরা ভাল রেজাল্ট করছে। এতদিন ধরে প্ল্যানিং করার সুফল পাচ্ছে। তাই আমাকে এসব দেখাতে আসবেন না। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের চেয়ারকে আমি সম্মান করি। কিন্তু জানেন তো, বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায়। কিন্তু বড়রা যদি কোনও পার্টির হয়ে ললিপপ খায়, সেটা মানায় না।

এই কথায় বিজেপিকেও খোঁচা দেওয়ার পর বিজেপির সরকারকে 'ললিপপ সরকার' বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন বিডিও, এসডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে চাকরি খেয়ে নেব, জেলে ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন আসে আর যায়। তারপর রাজ্য সরকার থাকে। ওদের আয়ু তিন মাস। গায়ের জোরে এসব হবে না। বিজেপিকে নিশানায় তিনি বলেন, আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডারা আমাদের কাছেও আছে। সেই ভাণ্ডারা খুলে দেব, ফাঁস করে দেব।

এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি এসআইআর করে মানুষের মৌলিক অধিকার, (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রৌদ্র-ছায়া

রৌদ্র-ছায়ার
মায়াবি খেলায়
চাঁদ মামা উঁকি মারে
গোধূলি লগনে মেঘগগনে
সূর্য যায় ঘরে ফিরে।
রামধনু ওঠে আকাশ কাঁপিয়ে
দখল করে নেয় সীমানা
আকাশ ভাবে কখন ছাড়া পাবে
অপেক্ষা করে নিজের ঠিকানা।
রৌদ্র-ছায়ার মেঘবিতানে
মায়াবী আকাশ মুগ্ধ
চন্দ্র-সূর্যের লুকোচুরি খেলায়
তারারা চোখ মেলে সদ্য।

হারের ভয়ে বিজেপি ভোটার নির্বাচনে নেমেছে : অভিষেক

প্রতিবেদন : আগে মানুষ নিজের ভোটাধিকারবলে সরকার বেছে নিত, এখন সরকার নিজেদের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য পছন্দমতো ভোটার বেছে নিচ্ছে! এর বিরুদ্ধে বাংলা লড়বে। যদি ১০ জনের ভোটাধিকারও বিজেপি সরকার কাড়তে চায়, তা হলে তৃণমূল ১০ লক্ষ মানুষ নিয়ে দিল্লির রাজপথ দখল করবে।

ছাত্র সমাবেশের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশের ভিড়ে ঠাসা সমাবেশ মঞ্চে অভিষেক বলেন, আমি সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমি ২১ জুলাইয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছি। আমি মনে করি, আজকের সমাবেশ সর্বকালের সেরা ছাত্র সমাবেশ।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী এসআইআর নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি এসআইআর করে মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। তাদেরকে বাংলা ২৬ সালে যোগ্য জবাব দেবে। ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 August, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৪ তুষারকান্তি ঘোষ (১৮৯৮-১৯৯৪) এদিন প্রয়াত হন।

পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক। ১৯২৮ থেকে আমৃত্যু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তুষারকান্তির বাবা শিশিরকুমার এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৭ সালে তুষারকান্তির উদ্যোগে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা গান, বিশেষত টপ্পা ও কীর্তন গানেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল।

২০২১ বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬-২০২১) প্রয়াত হন। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি শিকার কাহিনি বা অরণ্যপ্রেমিক লেখক। তাঁর সৃষ্টি 'বাবলি', 'মাধুকরী', 'কোজাগর', 'হলুদ বসন্ত', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'কুমুদিনী', 'খেলা যখ' এবং 'ঋজুদা' বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে তুলনারহিত আঙ্গিকে।

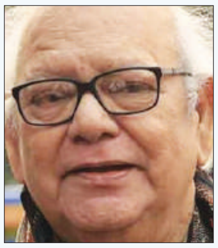

২০০৫ নিউ অরলিয়ান্সে এদিন আছড়ে পড়ে ক্যাটরিনা ঝড়। মারা যান ১,৮৩৬ জন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার।

১৯৫৮ মাইকেল জ্যাকসন (১৯৫৮-২০০৯) এদিন জন্ম নেন। বাবা-মায়ের অষ্টম সন্তান ছিলেন তিনি। 'পপ সংগীতের রাজা' বলে স্বীকৃত এই আমেরিকান গায়ক, গীতিকার ও নৃত্যশিল্পী চার দশকের বেশি সময় ধরে সবচেয়ে প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর 'মুনওয়াক' ও 'রোবটে'র মতো জটিল নাচ অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বলা হয়, সংগীত জগতে তাঁর মতো এত পুরস্কার আর কেউ কোনওদিন পাননি।

১৯১৫ ইনগ্রিড বার্গম্যান (১৯১৫-১৯৮২) এদিন সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। এই তারিখেই ১৯৮২-তে লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। পাঁচ দশক ধরে এই অভিনেত্রী ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতে উজ্জ্বল তারকা হয়ে বিরাজ করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা', 'গ্যাসলাইট', 'নটোরিয়াস', 'মার্ডার অন দি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস', 'অটাম সোনাটা' প্রভৃতি। তিনবার অস্কার, চারবার গোল্ডেন গ্লোব, দু'বার প্রাইম এম্মি অ্যাওয়ার্ড এবং একবার বাফটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

১৯৭৬ কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রয়াণদিবস। ১৯৪২ সাল থেকেই বিদ্রোহী কবি পক্ষাঘাতে বোধশক্তিহীন নীরব নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩-তে ইউরোপে পাঠিয়েও তাঁকে সুস্থ করা যায়নি। ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। ১৯৭৫-এর শহিদ দিবসে তাঁকে 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ঢাকাতেই 'ফুলের জলসায়' চিরদিনের জন্য 'নীরব' হয়ে যান কবি। সেখানেই রাষ্ট্রীয় সম্মানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৯৪৭ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে এদিন সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি করা হয়, যা স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণ পরিষদ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

১৯০৫ ধ্যানচাঁদ (১৯০৫-১৯৭৯) এদিন প্রয়াগরাজে জন্মগ্রহণ করেন। এই কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড়ের জন্যই ভারত ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬-এর অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করে। সত্যি কথা বলতে কী, ভারত যে ১৯২৮ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে অনুষ্ঠিত আটটি অলিম্পিকের ভেতর সাতটিতেই সোনা জিতেছিল তার পেছনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান ছিল ধ্যানচাঁদেরই। তাঁকে হকির জাদুকর বলা হত। ১৯৫৬-তে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর জন্মদিবস বলেই এই দিনটি জাতীয় ক্রীড়াদিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯১১ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এদিন খাবারের সন্ধানে হাজির হয় ইয়াহি জনগোষ্ঠীর শেষ জীবিত ব্যক্তি ইশি। শ্বেতাঙ্গদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে শুরু করে আমেরিকার আদি বাসিন্দা এই জনগোষ্ঠীর মানুষজন। ইশি বেঁচেছিলেন ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিল। যক্ষ্মা রোগে মারা যান ইশি।

পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৯২ এবং ১০০ নম্বর বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, সিআইসি সদস্য তথা শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ঝুম মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৮

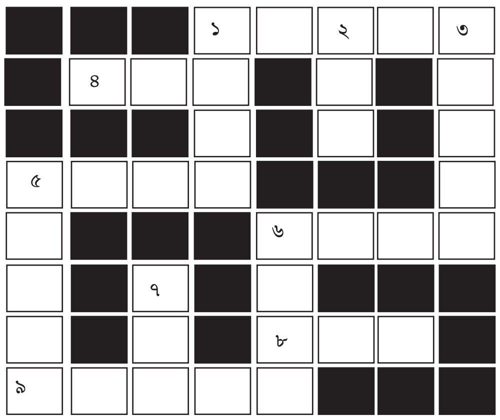

পাশাপাশি : ১. ধীর পদক্ষেপ ৪. অনুমান ৫. অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ৬. সম্রাট ৮. মোটেই নয়, নয় ৯. স্তুতিগান।

উপর-নিচ : ১. যৌথ ২. স্তূপ, ঢিবি ৩. শতকরা হার বা হিসাব ৫. কথাবার্তা, আলাপসালাপ ৬. অসংখ্য ৭. অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৭ : পাশাপাশি : ১. ছাদক ৪. তলবনামা ৬. মরাই ৭. দরকার ৯. পথচলা ১২. আঠালো ১৩. কচুরিপানা ১৪. জরিপ। **উপর-নিচ :** ১. ছায়ামণ্ডপ ২. কতই ৩. অবচ্ছেদ ৫. মালিকা ৮. রক্তলোলুপ ১০. থমক ১১. লাশরিক ১২. আনাজ।

২৮ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০২০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৭৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.২০	৮৭.১০
ইউরো	১০৩.০০	১০১.৭৬
পাউন্ড	১১৯.৫০	১১৭.৮৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বরখা সেনগুপ্ত

■ কাজল, সঙ্গে তনুজা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

কে কেমন প্রধানমন্ত্রী! বই লিখবেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজনীতির ময়দানে তাঁর দূরদর্শিতার দ্বিতীয় কোনও বিকল্প নেই। বহু সংগ্রাম-লড়াই করে আজ তিনি এই জায়গা অর্জন করেছেন। বহু ভারী পদের দায়িত্ব সামলেছেন অবলীলায়। অনেক প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছেন বহু কাছ থেকে। এবার সেই প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথাই লিপিবদ্ধ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে এমনটাই জানালেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মেয়ো রোডের সভা থেকে তিনি বললেন, অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। এবার একটা বই লিখব, কে কেমন ছিলেন। বইমেলায় বেরবে। দক্ষ প্রশাসকের পাশাপাশি সৃজনশীলতায় ভরপুর তাঁর ব্যক্তিত্ব। ছবি-আঁকা, কবিতা-লেখা, গল্প-লেখা থেকে শুরু করে বেশ কিছু মিউজিক্যাল যন্ত্র তিনি বাজাতে পারেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। প্রতিবছর বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর নতুন বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তাঁর ‘কথাঞ্জলি’ বইটি ‘বেস্টসেলার’ হয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর চোখে প্রধানমন্ত্রীরা কেমন ছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই এবার হবে মলাটবন্দি। তিনি বলেন, এবার একটা বই লিখব। কে কেমন ছিলেন। যাকে যেমন দেখেছি, তা নিয়ে লিখব। সব তো লেখা যাবে না। বইমেলায় বেরবে বইটা।

মেয়ো রোডে টিএমসিপির ছাত্র সমাবেশ ■ এক ফ্রেমে নানা মুহূর্ত

কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না, নিশানা বিজেপি-কমিশনকে

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বললেই বিজেপির রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। পুশব্যাক করা হচ্ছে। ঘুরপথে এনআরসির চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, ভাষাসন্ত্রাস, সর্বোপরি বাংলার অপমান মানব না। জীবন থাকতে কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না। বৃহস্পতিবার মেয়ো রোডের ছাত্র সমাবেশ থেকে ফের একবার গর্জে উঠলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেত্রী বলেন, এসআইআরের নামে বিজেপি সরকার এনআরসি করতে চাইছে। এনআরসি করে ভোটারের নাম কাড়ার চেষ্টা। জীবন থাকতে কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না। মনে রাখবেন, আমরা ললিপপ বাচ্চাদের দিই। ১৮ বছরের নতুন ভোটারদের ললিপপ দিই না। আমরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করি। তাই আপনাদের জোরজুলুম বাংলা মানছে না, মানবে না। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি বাংলা ছাড়েনি, ছাড়বে না। ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে দলনেত্রী আরও বলেন, আপনারা মানুষের অধিকার কেড়ে নেন। ক্ষমতা বিসর্জন দেন। বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষগুলোর উপর অত্যাচার করেন। গরিব মানুষ আমার হৃদয়, তাঁদের ভালবাসি। আমি জাত-পাত মানি না। এদিন বাম-শাসিত কেরলে নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচারেরও কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দেন নেত্রী। তিনি বলেন, কেরলে পড়ানো হচ্ছে নেতাজি ইংরেজদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বাম সরকারের রাজনৈতিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নেত্রী।

২০১১-র পর সাড়ে পাঁচ গুণ আয়বৃদ্ধি রাজ্যের

প্রতিবেদন : ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যের আয় বেড়েছে সাড়ে পাঁচ গুণ। কমেছে বেকারত্ব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে মেয়ো রোডের সভা থেকে খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে বাংলা কর্মসংস্থানেও এগিয়ে রয়েছে বলে জানালেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দারিদ্রসীমা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় মাপকাঠি। আমাদের সরকার দারিদ্র দূরীকরণে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে নিয়ে এসেছে। তবে

এবার সেই সংখ্যাটা ২ কোটি হয়ে যাবে। যা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ। অন্যতম মাপকাঠি সামাজিক উন্নয়নের। কর্মসংস্থানেও নতুন দিশা দেখিয়েছে বাংলা। নীতি আয়োগ পর্যন্ত স্বীকার করেছে বাংলায় বেকারত্বের হার কেন্দ্রের থেকে অনেক কম। বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমেছে। কর্মদিগন্ত লেদার কমপ্লেক্সে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। সাড়ে সাত লক্ষ মানুষের কাজ হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে রাজ্য প্রথমে রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসম্মান

প্রত্যেকদিন সকালে উঠে আমেরিকার নানা পদস্থ কর্তাদের ভারত-বিরোধী মন্তব্য চোখে পড়ে। কখনও তারা রাশিয়ার সঙ্গে তেল চুক্তির জন্য ভারতকে উদ্ধত বলছে, কখনও বলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আসলে মোদির যুদ্ধ। আবার কখনও ৫০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়ে ভারতীয় পণ্যকে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা তৈরি করছে। ভারত-পাকিস্তান আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সময়েই ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাধ্য বালকের মতো সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। তারপর থেকে একটি শব্দও প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপির মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে বলেননি। কেন ভারত-পাক লড়াই বন্ধ হল? কার নির্দেশে হল? কেন ট্রাম্প বলার পরেই আর যুদ্ধবিমান উড়ল না? জবাব নেই। যে প্রধানমন্ত্রী একুশে ট্রাম্পের নির্বাচনী সভায় গিয়ে বলেছিলেন আবকি বার, ট্রাম্প সরকার। সেই মোদিকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতের বাণিজ্যের উপর কড়া ধাক্কা দিচ্ছে আর নয়তো ভারতকে নিয়ে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি চুপ। ভারতের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, বিজেপি চুপ। ৫৬ ইঞ্চির এতসব গল্প কোথায় গেল? দেশের আত্মসম্মান যারা রাখতে পারে না, তাদের হাতে দেশ সুরক্ষিত তো?

e-mail থেকে চিঠি

লম্ফঝম্প অনেক হল, এবার পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলো

প্যারানয়া এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে রোগী কোনও কোনও মিথ্যা বিশ্বাসকে (ডেলিউশন) ভীষণ সত্যি বলে ধরে নেয়। আমরা যাকে অনাকাঙ্ক্ষিত হিংসা (আনওয়ারেন্টেড জেলাসি) বলি, সেটা প্যারানয়েড ব্যক্তির মধ্যে থাকে প্রবল মাত্রায়। নিশ্চিত ভাবে বিজেপির এই রোগটি হয়েছে। বাংলায় বিধানসভার নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়তেই তাদের লাফালাফি বেড়ে যায়। এসব করার সময় তারা খেয়াল রাখছে না, পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙেচুরে যাবে কিংবা ব্যাপারটা লোক হাসানোর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কি না। লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনের মতো সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক উৎসব মানেই গেরুয়া শিবিরের দিল্লিওয়ালাদের দাপাদাপি হয়ে ওঠে দর্শনীয়। এই যেমন ২২ অগাস্ট ঘুরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনটি মেট্রোপথের আংশিক যাত্রার শুভসূচনা হয়েছে তাঁর হাতে। সেদিন দমদমে এক রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বাংলায় 'আসল পরিবর্তন' চাইলেন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, সেই পরিবর্তন একমাত্র বিজেপিই আনতে পারে। তিনিই স্লোগান দিলেন, 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই।' বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' থেকে বাংলার উন্নয়নের প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এটাই ছাব্বিশের ভোটের আগে বিজেপি নেতৃত্বের ডেইলি প্যাসেঞ্জারির শুরু। এরপর এই যাতায়াতে গতিসঞ্চার হবে দ্রুত। দিল্লির কোনও চেনা নেতাই বাদ পড়বেন না বলেই মনে হয়। তাঁরা কিছু 'ধরতাই' দিয়ে যাবেন। বারবার বলবেন 'আসল পরিবর্তন' এবং 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'। বঙ্গ-বিজেপির লোকজন তার পিঠে 'দোয়ারকি' গাইতে থাকবেন দিবারাত্র। দোহারগণ দিল্লির নেতাদের ছাপিয়ে যেতে চাইবেন এবং পাল্লা জুড়বেন নিজেদের মধ্যে। তখন 'আইডিয়াল ইগো' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করে কুকথারও বন্যাও বইতে পারে। 'অগ্নিকন্যা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখে 'পরিবর্তন' কথাটি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেটাই ছিনতাই করতে মরিয়া বিজেপি। 'মোদির গ্যারান্টি' দেখে দেখে মানুষ ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। মোদির গ্যারান্টি বলতে বাংলার গরিব মানুষগুলি সীমাহীন বঞ্চনার অধিক কিছু পায়নি। একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় টাকা মেলেনি আজও। কর্মসংস্থানের নামগন্ধ নেই। এখন চলছে 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে বাঙালি বা বাংলাভাষীদের উপর রকমারি নিপীড়ন। এসআইআর-এর ধুয়ো তুলে এই অত্যাচার বহুবর্ধিত হয়ে উঠেছে। তাই বিজেপির বঙ্গ নেতারা যাতে দ্রুত সেলফ-পানিশমেন্ট প্যারানয়া-মুক্ত হতে পারেন, তার জন্য সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে হবে।

—**অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নিউ টাউন, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মোদের গরব, মোদের আশা...

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত চেনা ছবি— মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তাঁর আশাবরী। সেই ভাষার ওপর নেমে আসা সন্ত্রাস রোখার ডাক এখন দিকে দিগন্তে। নতুন এক ভাষা আন্দোলনের জন্ম লক্ষ করছে সমকাল। আর তাতে স্বর ও যুক্তি জুড়লেন **আশরাফুল মণ্ডল**

ভাষা তো আর কোনও পণ্য নয়! অথবা কোনও দেশের একক সম্পত্তিও নয়! ভাষা গড়ে ওঠে মানুষের হৃদয়ে। অভিজ্ঞতায়। ইতিহাসে। জীবনের দোলাচলে। যে-ভাষায় মা ডাকা হয়, সেই ভাষাই তো মানুষের আত্মার গভীরতম প্রকাশের ভাষা। বাংলা ভাষা তেমনই এক ভাষা— যে-ভাষা আমাদের চোখে জল আনে। কখনও আবার মুখে হাসি ফোটায়। বেদনার গভীরে আলো জ্বালায়। সেই ভাষাকে যদি কেউ অস্বীকার করে, কিংবা সীমিত করে কেবল একটি ভূখণ্ডের মধ্যে তাহলে তা শুধু একটি ভাষার অমর্যাদা নয়, অবশ্যই বলা চলে তা হল একটি গোটা জাতির আত্মবিস্মৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।

আজকাল এমন এক অভাবনীয় ও দুঃখজনক প্রবণতা নিশ্চয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন 'বাংলা বলে কোনো ভাষা নেই!' আবার কেউ কেউ যুক্তি দিচ্ছেন 'বাংলা ভাষা মানেই বাংলাদেশি ভাষা!' এই বক্তব্য শুধু অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, বরং এ-হল একটি সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আতঙ্ক ছড়ানো বক্তব্য। এ-হল এক ধরনের আত্মবিস্মৃতির বিপজ্জনক প্রকাশ, যা আমাদের ভাষাগত ও জাতিগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী একজন সাহিত্যসচেতন নাগরিক হিসেবে, একজন কবি ও শিক্ষক হিসেবে, আমি এই প্রবণতার ঘোর বিরোধিতা করছি। বাংলা ভাষা আমাদের হৃদয়ের ভাষা। আমাদের অস্তিত্বের ভাষা। এ-ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়। এ-ভাষা এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এক অতুলনীয় সংস্কৃতি। এবং এক শিকড়-সুনিবিড় চেতনার প্রতীক।

বাংলা ভাষার ইতিহাস কোনও একক ভূখণ্ডে আবদ্ধ নয়। এই ভাষার জন্মভূমি পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে পুরো বঙ্গভূমি। চর্যাপদের পঙক্তিসমূহ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য; গানের ভাষা থেকে আন্দোলনের ভাষা— বাংলা তার স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য বহন করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। বাঙালি জাতির চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষারও এক বিশাল ও সুগভীর বিস্তার ঘটেছে। ধর্ম, ভূগোল বা রাষ্ট্র আলাদা হলেও বাংলা ভাষা যে আমাদের জাতিসত্তার মূল নির্যাস, একথা ভুলি কী করে!

বাংলা ভাষার জন্ম ও বিস্তার কোনও একক ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলা ভাষার শিকড় গ্রন্থিবদ্ধ রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাসে। আগেই বলেছি চর্যাপদের ভাষা থেকে শুরু করে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নজরুলের যুগ হয়ে বর্তমান সাহিত্যের আধুনিক ধারায়। এই ভাষা একাধারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা, ত্রিপুরা ও আসামের অন্যতম ভাষা। এমনকী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লি, মুম্বই, আরব আমিরশাহি, আমেরিকা, ইউরোপেও ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালিদের মুখের ভাষা। বাংলা ভাষা কোনও

দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বাংলাভাষা একটি জাতির চেতনাও বটে।

বাংলাদেশ বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। একথা মিথ্যা নয়। শিলচরের বাঙালিরাও ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিষয়টি অবশ্যই গর্বের ও অবিস্মরণীয়। তাই তো আমরা বেশ আবেগের সঙ্গেই একুশে এবং উনিশে তর্পণ করি। কিন্তু তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, মাইকেল, বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্করের বাংলাকে অস্বীকার করা যাবে?

বাংলা ভাষা মানে শুধু 'বাংলাদেশের ভাষা' বললে আমরা নিজেরাই নিজেদের শিকড় কেটে ফেলছি। আমরা জানি ইংরেজের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসী ইংরেজিতে কথা বলে বলে কী আমরা তাদের ইংরেজ বলব? পশ্চিমবঙ্গের একটি শিশুও যখন 'মা' বলে ডাকে, সে বাংলা ভাষাতেই বলে। দুর্গাপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, মালদা, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া— এসব জায়গার মানুষ বাংলা ভাষাতেই স্বপ্ন দেখে। কবিতা লেখে। প্রেমে পড়ে। প্রতিবাদ করে। এবং মৃত্যু বরণ করে।

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী, তারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রতিদিন নিজেদের জীবনের রং, রক্ত, প্রেম, প্রতিবাদ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষাকে প্রকাশ করে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-নগরে-মহানগরে যখন কোনো কর্মজীবী মানুষ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন, তখন তার সন্তানের মুখে 'বাবা' শব্দটি উচ্চারিত হয় বাংলায়। শহরে ও গ্রামাঞ্চলের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোয়, সাহিত্যসভার মঞ্চে, বিজ্ঞান চর্চার অডিটোরিয়ামে, নাট্যচর্চার প্রাঙ্গণে, ফেসবুক পোস্টে, কফি হাউসের আড্ডায়— বাংলা ভাষাই ধ্বনিত হয় গভীর আবেগে।

ভাষা বিভাজনের এই রাজনীতি আসলে বাঙালির আত্মপরিচয়কে খণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র। আমরা ভুলে যাই রাষ্ট্র পরিচয় ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভাষা পরিচয় জাতিগত আত্মার পরিচয় বহন করে। মনে রাখতে হবে বাংলা কেবল একটি ভাষা নয়, এ হল সংস্কৃতি, ইতিহাস, বেদনা, ভালবাসা ও অস্তিত্বের এক জীবনদায়ী বলিষ্ঠ পরিসর। আবার স্পষ্ট করে বলছি যারা বলেন, 'বাংলা নেই, আছে কেবল বাংলাদেশী ভাষা', তারা চক্রান্ত করছেন আমাদের ভাষাগত ঐতিহ্য মুছে ফেলার। আমরা তো মনে রাখবই আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের জন্মভূমি। বাংলা আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ পরিচয়।

আজ বাংলাভাষা শুধু কবিতার ভাষা নয়, এ তো বিজ্ঞানের ভাষাও! বাংলায় উপন্যাস, গল্প যেমন রচিত হচ্ছে, তেমনি বাংলাতেই মহাকাশ ও নিউরোসায়েন্সের পাঠও দিচ্ছেন কেউ কেউ। বাংলাভাষার সামর্থ্য আজ অসীম। এই ভাষা দিয়ে আমরা ভালোবাসা প্রকাশ করি। অভিমান প্রকাশ করি। ঘৃণা প্রকাশ করি। প্রতিবাদ জানাই। আবার প্রতিরোধও তো গড়ে তুলি! আমাদের প্রতিবেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় বা মহোৎসবে এই ভাষাতেই আমরা একে অপরের মন বুঝতে চেষ্টা করি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমরা সাহিত্য রচনা করি। গান বাঁধি। নাটক লিখি। অভিনয় করি। চলচ্চিত্র বানাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় মত প্রকাশ করি। আরও বেঁধে বেঁধে থাকার চেষ্টা করি। এমনকী রাজনৈতিক মতাদর্শও ছড়িয়ে দিই।

বাংলা ভাষা আমাদের জীবনের এমন এক অংশ যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। কিন্তু এ ভাষার মহত্ত্ব আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না। আজ যে অপুষ্পক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে বাংলা ভাষাকে শুধু সাহিত্য বা আবেগ দিয়ে ভালোবাসলেই চলবে না, প্রয়োজন জাগরণের, সংহতির এবং সচেতন প্রতিরোধের। ঘরে-বাইরে, পাঠ্যবই থেকে প্রযুক্তি, শিশুর মুখের বুলি থেকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপনা— সবজায়গাতেই বাংলাভাষাকে আপন করে তুলে ধরার সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে একটি ভাষা শুধু তার ব্যাকরণে বাঁচে না, বাঁচে তার ব্যবহারকারীর ভালোবাসা, সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাসে।

তাই যাঁরা বলেন বাংলা ভাষা বলে কিছু নেই, তাঁরা শুধুমাত্র আমাদের ইতিহাস অথবা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকেই নয়, আমাদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করছেন। এই কথাগুলো শুধু একটি ভাষার বিরুদ্ধে অপবাদ নয়, বলা ভালো এ-একটি জাতির প্রাণপ্রবাহকে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও বটে। এই অপপ্রয়াসকে রুখতেই হবে। প্রমাণ করতে হবে বাংলা ভাষা ছিল। বাংলা ভাষা আছে। বাংলা ভাষা থাকবে। এ ভাষাকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না কোনওদিন।

বাংলা ভাষা আমাদের অহংকার। এ ভাষা কোনও একক দেশের, একক ধর্মের, একক মতাদর্শের নয়। এ ভাষা বাঙালির। নিশ্চয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে, এ ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ও শ্রুতিমধুর ভাষাগুলোর একটি। আসুন বাংলা ভাষার শেকড়ের কাছে আমরা আরও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াই। বিদ্বেষ-বিভাজনের চক্রান্তকে প্রত্যাখ্যান করি। সেই সঙ্গে গর্ব করে বলি— আমরা বাঙালি। আমাদের ভাষা বাংলা।

আঠাশের ছাত্র সমাবেশে নানা মুহূর্তে তৃণমূলনেত্রী

বাম হুলিগানিজম : সেদিনের ছাত্র রাজনীতির স্মৃতিচারণায় দলনেত্রী

প্রতিবেদন: যে সিপিএম এখন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর কথা শোনায়, একসময় তাদেরই হুলিগানিজমের তাড়নায় প্রাণ যেতে বসেছিল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে সে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন তিনি। স্মরণ করলেন তাঁর ছাত্র জীবনের রাজনীতির কথা। এদিন মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির সামনের সভামঞ্চ থেকে ছাত্র রাজনীতি জীবনের কথা বলতে গিয়ে তৃণমূল সভানেত্রী জানালেন কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মমতার কথায়, ওরা আমাকে স্টেনগান, পাইপগান নিয়ে তাড়া করেছিল। এর পরে নস্টালজিক মমতা জানান কীভাবে দলীয় সদস্যদের বাঁচিয়েছিলেন। বলেন, বক্সিদা আমাদের সিনিয়র। আমি তখন কলেজে। আশুতোষ কলেজে ইলেকশন হচ্ছে। আমি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। দুই ছেলেকে গাড়িতে এসে সিপিএমের গুন্ডারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি একটা সময় বক্তৃতা দেওয়ার ফাঁকে জল খেতে গিয়েছিলাম, তখন দেখি এই কাণ্ড। আমি তখন গিয়ে কলার চেপে ধরি। ছেলে দুটোকে বাঁচিয়ে আনলাম। ওরা আমাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করল, পাইপগান, স্টেনগান নিয়ে তাড়া করল।

নেত্রীর কথায়, বক্সিদাদের পাড়ায় শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বলে একটা দোকান রয়েছে। এখনও রয়েছে। তার পাশে রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানে বসে থাকা কয়েকজন দেখতে পেয়ে আমাকে রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে দিল, ওরা আর খুঁজে পায়নি। নাহলে সেদিনই আমাকে মেরে দিত। হাজরার আক্রমণ প্রসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, আমার মাথায় ৪৬টা সেলাই রয়েছে। ব্রেন অপারেশন করতে হয়, ডান হাতের অর্ধেক হাড় নেই। যখন প্রথমবার মারে, গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল, দ্বিতীয়বার মারে, বাঁদিক ডানদিক, রক্তে ভাসছে। তৃতীয়বার যখন মারে, তখন হাতটা মাথায় উঠে গিয়েছিল। ঈশ্বর বাঁচিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে যোগমায়া দেবী কলেজের নিজের অভিজ্ঞতা শোনালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মেগা সমাবেশ। মঞ্চে উঠে পুরনো দিনের স্মরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্ট ছিলাম। মেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সব জায়গায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হত। সেই সুবাদে দেশের বহু জায়গাতেও আমি গিয়েছি। আমার চেয়ে দেশটাকে ভাল আর কেউ জানে না। নিজের লড়াইয়ের স্মৃতিচারণ করে মমতা বার্তা দেন, আক্রমণ সত্ত্বেও লড়াইয়ের মঞ্চ থেকে চলে যাননি তিনি। মানুষের জন্যে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ে গিয়েছেন।

কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় দুর্গাপুজোয়

প্রতিবেদন: দুর্গাপুজো আমাদের গর্ব। বাংলার বড় উৎসব। এই দুর্গাপুজো থেকেও একেকোটি টাকার ব্যবসা হয়। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস থেকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়া নিয়ে বিরোধীরা নানারকম কুরুচিকর মন্তব্য করেছিল। কিন্তু উচ্চ আদালত অনুদানের পক্ষেই রায় দিয়েছে। আর রাজ্য যে পরিমাণে অনুদান দেয়, তাতে বৃহৎ কর্মসংস্থান যেমন হয়, তেমনই বহুদরিদ্র মানুষের মুখেও হাসি ফোটে। সবদিক মিলিয়ে বাংলা ও বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় প্রায় এক কোটি টাকার ব্যবসা হয়। বিরোধীদের কটাক্ষ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাঙ্গন তৈরি করব আমরা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন আর কুমড়োর মতো ফুলবেন। গরিব লোকেরা কেউ ঢাক বাজায়। কেউ প্যান্ডেল তৈরি করে, পাড়ার মেয়েরা একমাস ধরে কাজ করে।

অমিত-পুত্র কী করে আইসিসি চেয়ারম্যান

পরিবারতন্ত্রে প্রশ্ন তৃণমূল নেত্রীর

প্রতিবেদন : মেয়ো রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠাদিবসে সভা থেকে পারিবারিক রাজনীতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি মাঝেমধ্যেই পারিবারিক রাজনীতি নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করে। পাল্টা তোপ দেগে নেত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পুত্র জয় শাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

নেত্রী বলেন, জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান কী করে হলেন? রাজনীতি করেন না, রাজনীতি থেকে এক পয়সা উপার্জন নেই। কিন্তু আইসিসির হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাপার। নেত্রী বুঝিয়ে দেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্র হওয়ার কারণেই জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন। আর আইসিসির চেয়ারম্যান মানেই যে বিরাট আর্থিক ক্ষমতা সেটা সাধারণ মানুষও বুঝে গিয়েছেন। ফলে যারা পারিবারিক রাজনীতির কথা বলে, তারা নিজের ঘরের দিকে নজর দিক! নেত্রীর কথায়, আপনারা পরিবারতন্ত্র করেন না! আপনার ছেলে তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার 'প্রেসিডেন্ট'। রাজনীতি থেকে আয় নেই! ক্রিকেটের বিশ্ব সংস্থা থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি আয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিসিসিআইয়ের সচিব হন জয় শাহ। এরপর ২০২২ সালেও বিনা লড়াইয়েই বোর্ডের সচিব পদে থেকে যান অমিত শাহ-পুত্র। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আইসিসির সর্বোচ্চ পদে বসেন জয় শাহ। মূলত কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই জয় শাহের ক্রিকেট প্রশাসনিক পদে উন্নতি হতে থাকে।

বিজেপি-রাজ্যেই সব দুর্নীতির ভাণ্ডার

প্রতিবেদন : বিজেপির আছে শুধু দুর্নীতির ভাণ্ডারা! সেইসব ফাঁস করে দেব। বৃহস্পতিবার মেয়ো রোডে ছাত্র সমাবেশের মঞ্চ থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারের দুর্নীতি নিয়ে নেত্রী বলেন, আমাদের কাছেও ফান্ডা আছে। যেমন আমাদের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, তেমনই দুর্নীতির ভাণ্ডারের ফাইলও আছে। দরকার হলে সব ফাঁস করে দেব।

তৃণমূলনেত্রী এদিন মঞ্চ থেকে গর্জে ওঠেন, মোদিজি সারাক্ষণ 'দুর্নীতি' বলে চিৎকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানেই দুর্নীতির বাসা। আসলে বিজেপির আসল চিত্র হল দুর্নীতি আর সন্ত্রাস। এটাই গুজরাত মডেল। আমরা কাজ করি বাংলায় মানুষকে প্রকৃত সামাজিক নিরাপত্তা দিতে। আর ওরা মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তাঁর সাফ কথা, যতই চক্রান্ত করো, কোনও লাভ হবে না। সারা ভারত থেকে ৫০০টা টিম নিয়ে এসেছ, তোমাদের রাজ্যের দুর্নীতিতে টিম নেই কেন? এ-প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, এখন এসআইআর করে কার নাম বাদ দেওয়া যায়, সেই চক্রান্ত চলছে। কিন্তু আমি সবাইকে বলছি— নিজের ভোটার লিস্ট দেখে নেবেন। আধার কার্ডটা করে রাখবেন, কারণ ওরা অন্যের ডিটেলস নিয়ে গিয়ে ভোট কেটে দিতে পারে। এদিন দুর্নীতি প্রসঙ্গে অমিত শাহকে নিশানা করেন নেত্রী। তাঁর ছেলে জয় শাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কী করে হল সেই প্রশ্ন তোলেন।

ব্যাকডোরে নিয়োগ আটকাচ্ছে ওরা

প্রতিবেদন : যখন কেউ রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে পারে না, তখন নিয়োগ আটকে ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে নাম না করে সিপিএম ও বিজেপিকে এইভাবেই নিশানা করলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আগাগোড়া বিরোধীদের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বড় বড় কথা বলে আর কোর্টে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়োগে বাধা দেয়, ভর্তিতে বাধা দেয়, একসঙ্গে কেস করে, তারা আবার এসে আমাদের নামে নিন্দা করে। এরা দু'নম্বরি। একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট আটকায়। অন্যদিকে গিয়ে বলে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জবাব দাও। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ক্ষমতা থাকলে রাজনৈতিক ময়দানে এসে লড়াই করো। যেহেতু সেই ক্ষমতা নেই, তাই ব্যাকডোরে লড়াই করে তোমরা ভর্তি আটকে দিচ্ছ, নিয়োগ আটকে দিচ্ছ। আর উন্নয়ন আটকে রাখছ। এরপর মুখ্যমন্ত্রী নিজের ছাত্র রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কীভাবে বিরোধীরা তাঁকে পদে পদে অপদস্থ করেছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

রাজ্য
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 August, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

আঠাশের সমাবেশে নানা মুহূর্তে অভিষেক

রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মেটাতে পড়ুয়াদের অন্ধকারে ঠেলছে বিরোধীরা

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মেটাতে গিয়ে রাজ্যের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার, মেয়ো রোডে টিএমসিপির মঞ্চ থেকে রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশে দেরি নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই সুরে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে পড়ুয়া-গবেষকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে সরব হন।

এই ইস্যুতে বিরোধীদের নিশানা করে দলনেত্রী বলেন, যারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড় বড় কথা বলে, নিয়োগে বাধা দেয়, ভর্তিতে বাধা দেয়, আমি দুঃখিত যে জয়েন্টের ফল প্রকাশে একটু দেরি হয়েছে। এর জন্য আমাদের দোষ নেই। কোর্টে কেস করে। এরা একসঙ্গে কেস করে। আবার এসে আমাদের নামে নিন্দা করে। এরা সব দু'নম্বরি। বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, গবেষকদের ইউজিসি গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ করে গবেষকদের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সব জায়গায় তো আমাদের লোক থাকে না! বিভিন্ন জায়গার লোক থাকে। কেউ কেউ দুষ্টুমি করে, কেউ কেউ মিষ্টিমি করে। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না। পড়ুয়াদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সবুজসাথী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। ৫৩ লক্ষ পড়ুয়াকে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড-এর আওতায় ৯২ হাজার ছাত্রছাত্রী পরিষেবা পাচ্ছেন। পাশাপাশি সংখ্যালঘু পড়ুয়াদেরও বৃত্তি দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

এরপর বিরোধীদের নিশানা করে অভিষেক বলেন, দুঃখজনকভাবে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে শিক্ষা দিতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারব্যবস্থার একাংশ বাংলার ছাত্র-যুব সমাজের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ নিয়ে এসেছি। শীর্ষ আদালতের অনুমতি পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে সরকার ভর্তির প্রক্রিয়া চালু করেছে।

টিএমসিপির সমাবেশে বাংলার জয়গান

প্রতিবেদন : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে ফের বাংলার হেনস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল ছাত্র-যুবরা। টিএমসিপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঐতিহাসিক সমাবেশে হল বাংলার জয়গান। গানে-গান উঠে আসে বাংলা ভাষার হেনস্থা ও এনআরসি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর। মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে এদিনের সমাবেশ শুরু হয় রাজ্যসঙ্গীতের মাধ্যমে। তারপর টিএমসিপি-র তরফে 'জয়ী' ব্যান্ড 'আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ' গানের মাধ্যমে দৃপ্ত কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দেয়। মূল সমাবেশের আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানপর্বে টিএমসিপি কর্মী তথা শিল্পী সৌমজিৎ পাল গিটার হাতে বাংলা ও বাঙালির হেনস্থার প্রতিবাদে সরব হন। গেয়ে ওঠেন 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলাতে গাইব/ আমার ভাষার দাবি আমার ভাষাতেই চাইব।' এদিনের ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্বের দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বর্তমান রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের মতো ২৮ অগাস্টের অনুষ্ঠানেও সঙ্গীত পরিবেশন করে 'পরিবর্তন' ব্যান্ড। তাঁদের 'বাংলা হার মানে না...' গানে বাংলা ও বাঙালির অপরাজেয় মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে চলার সুরেলা বার্তা শোনা যায় তাঁদের কণ্ঠে। তারপর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি করা বিশেষ গান পরিবেশন করেন সঙ্গীতশিল্পী কেশব দে। সবশেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পথনাটিকা 'আমি বাংলায় গান গাই'- এর মাধ্যমে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা ও বাংলা ভাষার অপমানের কথা তুলে ধরা হয়। এবছর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্বে মঞ্চজুড়ে ধ্বনিত বাংলার জয়গান।

অপরাজিতা বিল : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঙ্কার অভিষেকের

প্রতিবেদন : আঠাশে অগাস্টের মঞ্চ থেকে নারীনির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীনির্যাতন রোধে রাজ্য বিধানসভায় পাশ-হওয়া অপরাজিতা বিল কেন আটকে রাখা হয়েছে, প্রশ্ন তোলেন তিনি। আঠাশের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, গত বছর ২০২৪ সালে এমন একটা সময়ে আমরা এই ছাত্র সমাবেশ করেছিলাম, যখন আরজি করের ঘটনা নিয়ে রাজ্য উত্তাল হয়েছিল। সেই ঘটনার পর এক বছর অতিক্রান্ত। সেদিন আমি এই মঞ্চ থেকে বলেছিলাম, যেসব মহিলা দোষীদের শাস্তির জন্য রাতদখলের লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন তাঁদের আমি সম্মান জানাই। কিন্তু আজ এক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যা করেছে, সেটা নরেন্দ্র মোদির সিবিআই এক বছরেও কিছু করতে পারেনি, তা প্রমাণিত। আমরা সেদিনও বলেছিলাম, আমরা চাই দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এই লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের সরকার মন্ত্রিসভায় পাশ করিয়ে, বিধানসভায় পাশ করিয়ে অপরাজিতা বিল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিল। যাতে এরকম কোনও নারকীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোথাও না-ঘটে। আজ এক বছর হয়ে গেছে, সেই অপরাজিতা বিল বিজেপি বা আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল থেকে রাষ্ট্রপতি— কারও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। যাঁরা সেদিন রাস্তায় নেমে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দোষীদের শাস্তি নয়, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গরিব মানুষের জন্য যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা তৈরি করেছে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ভেঙে ফেলা।

আঠাশের ছাত্র সমাবেশের মঞ্চ থেকে যা বললেন নেতৃত্ব

বাংলাকে নোটে বঞ্চিত করলে বাংলা ভোটে বঞ্চিত করবে

■ সায়নী ঘোষ

প্রতিবেদন : নরেন্দ্র মোদি, আপনারা বাংলাকে নোটে বঞ্চিত করবেন, বাংলা আপনাকে ভোটে বঞ্চিত করবে। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের একের পর এক বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে মোদি সরকারকে একহাত নিলেন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে গেরুয়া শিবিরকে তীব্র আক্রমণ শানালেন সায়নী। নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ২০২১-এর নির্বাচনে লড়াই কঠিন ছিল। জয়ী হয়েছে তৃণমূলই। ২০২৬-এ ১৪ তলার সিঁড়ি বেয়ে কোনও দিল্লিবাবুর বুট উঠবে না, বাংলার মেয়ের হাওয়ায় চটি উঠবে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে এটাই আমাদের শপথ। বিজেপিকে হুঁশিয়ারি, আগে বাংলাকে সম্মান দিন, তারপরে ভোট বাক্সে জায়গার কথা ভাববেন। আপনারা বাঙালিকে বাংলাদেশি বলবেন, বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা— বাঙালিরা ঘুচিয়ে দেবে বিজেপির মনের আশা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতবাসীর জন্য লড়ছেন। এর জন্য আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আমরা জানি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কমিশন, অপবাদ, ইডি, সিবিআই—আমরা ভয় পাই না। আমরা যেমন বলি, দিদিকে ডাকো। বিজেপি বলে, ইডিকে ডাকো। বিজেপির আছে এজেন্সি, কোটি কোটি টাকা, কাঁড়ি কাঁড়ি ক্ষমতা। আমাদের আছে হাওয়াই চটি, সাদা শাড়ি, একটাই মমতা।

এসআইআর-এর নামে গণতন্ত্রকে গণধর্ষণ

প্রতিবেদন : কোনও একটা কেন্দ্রীয় এজেন্সি বাংলায় এসে বাংলাকে অপমান করছে, বঞ্চনা করছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গণতন্ত্রকে গণধর্ষণের নতুন পদ্ধতি এনেছে। এই বলেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গ টেনে তৃণাঙ্কুর বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা বহুবার বাংলার বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আন্দোলনকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও বিজেপি সরকার নানাভাবে আক্রমণ করছে বাংলার উপর, বাঙালির উপর, বাংলার সাধারণ মানুষের উপর। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা স্রেফ বাঙালি বলে তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ করে দিচ্ছে। বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, দু'বেলা সংসদে যে

■ তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

বন্দেমাতরম ও জনগণমন গান বাজে, দুয়েরই রচনা এই বাংলায়। সমাজ সংস্কারক হিসেবে যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদনদের নাম নিই, তাঁরাও কিন্তু বাঙালি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা কিংবা ভারতের না, সারা বিশ্বের এক নাম। বাঙালি শুধুমাত্র বাংলায় নয়, দেশ এবং বিশ্বে খেলাধুলা থেকে সংস্কৃতিতে সেরার সেরা জায়গায় পৌঁছেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের কাছে মাথা নত করেনি বলে আজকে বাংলাকে অপমান করছেন! প্রতিক্ষেত্রে বাংলার মানুষকে যেভাবে আঘাত করছে বিজেপি, আজকে এই মঞ্চ থেকে তাদের সাবধান করে দিতে চাই। যদি বাংলার বুকে কোনও আঘাত আসে, আমরা ছেড়ে কথা বলব না। আগামী দিনে ছাত্র পরিষদ রুখে দাঁড়াবে। পাশাপাশি নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কমিশনে বসিয়ে যেভাবে এরা নির্বাচনকে, মানুষের মতবাদকে কন্ট্রোল করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনেও নেত্রী এবং সেনাপতি যে পথনির্দেশ দেবেন, সেইভাবে রাজ্যের প্রত্যেক স্কুল-কলেজে, ব্লক-টাউনে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপামর ছাত্র-ছাত্রী।

বাংলার মানুষের মনোবল ভাঙতে পারবে না বিজেপি

■ প্রসূন রায়

প্রতিবেদন : বাংলায় একের পর এক নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়ে বিজেপি বাংলার মনোবল দুর্বল করতে বাঙালিদের হেনস্থার খেলায় নেমেছে। বাংলার অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী। তাই বিজেপি সাবধান বাঙালিদের দুর্বল করতে পারবে না তোমরা। এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায়। এরপরই কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র করছে বঞ্চনা। সকলের দায়িত্ব নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের টাকা দিয়েছেন, পথশ্রী রাস্তা করছেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন, আর বরাদ্দ কমিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদিকে হুঁশিয়ারি, বাঙালি দমে থাকতে শেখেনি। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে আন্দোলন করে এগিয়ে যাবে বাঙালিরা। একটি বিষয় বলার, ছাত্র নির্বাচনে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সকলেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে বেছে নেবে।

আন্দোলন শুধু কলেজ গেটে সীমাবদ্ধ থাকবে না

■ আতাউল হক

প্রতিবেদন : ভাষা আন্দোলনের এই লড়াই শুধু কলেজের গেটে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। বাংলার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, এটা আমাদের বাংলা ভাষাকে রক্ষার লড়াই। আমাদের ভাষাকে যারা অপমান করছে, এই লড়াই তাদের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি ছাত্র নেতা আতাউল হকের। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি ভেবেছিলেন এফআইআর করে বাংলার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রুখবেন। পারবেন না। কারণ, আমাদের নেত্রী ১৯৯৩ সালে নো আইডেন্টিটি নো ভোটের দাবিতে দেশের মানুষকে ভোট দেওয়ার অধিকার পাইয়ে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন পড়লে আবার রাস্তায় নামব, কলকাতা নয়, দিল্লিতে। শত শত ছাত্র রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

জবাব দেবে ছাত্র-যুবরা

প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা, একের পর এক বঞ্চনা, মোদি সরকারের এসবের হিসেব নেবে ছাত্র-যুবরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাকে পাথেয় করে গর্জে উঠেছে যুবসমাজ। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় লড়ছে। অধিকারের লড়াইয়ে বাংলার কাছে মাথা নত করতে হবে বিজেপিকে। বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চে সঞ্চালনার ফাঁকে এভাবেই বিজেপির নোংরা রাজনীতিকে এক হাত নিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছাত্র-যুবরা দু'হাত তুলে সমর্থন জানালেন তাঁর বক্তব্যকে।

■ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়

আদিবাসীদের মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দিয়েছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মাথা উঁচু করে যিনি বাঁচার অধিকার দিয়েছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন। প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে ডুয়ার্স-তরাইয়ের বাসিন্দাদের বললেন বিদ্যা বারলা মুন্ডা। তিনি বলেন, ৩৪ বছরে সিপিএমের রাজত্বকালে বঞ্চনার শিকার ছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী মানুষের কথা ভেবেছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে তরাই-ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের বলব, আমাদের পাশে আছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বিদ্যা বারলা মুন্ডা

ক্ষুদিরামের বাংলাকে নাথুরামের হতে দেব না

■ সমরজিৎকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : ক্ষুদিরামের বাংলাকে নাথুরামের বাংলা হতে দেব না। যে জাতি পরাধীন দেশের প্রত্যেকটা মানুষের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়েছিল, সেই জাতিকে এত সহজে দমিয়ে দেওয়া যাবে না। বললেন ছাত্র নেতা সমরজিৎকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের দিনটি স্মরণ করে তিনি বলেন, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই। সেদিন গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়ার লড়াই ছিল, আজকে সেই অধিকারকে রক্ষা করার লড়াই। কারণ, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শিখিয়েছেন রক্ত দিয়ে পাওয়া গণতন্ত্র, স্বৈরাচারীর ষড়যন্ত্র, লড়াই করে রুখে দিতে হবে।

ছাত্র নির্বাচন হলে প্রত্যেক কলেজে জিতবে তৃণমূলই

প্রতিবেদন : বাংলার মাটিতে, কলেজের গেটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়াই করে। আগামী দিনের ছাত্র নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা দৃঢ় ভাষায় বলতে পারি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ গণতান্ত্রিকভাবে প্রত্যেকটি কলেজে জয়লাভ করবে। প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে এমনটাই বললেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভানেত্রী, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারপার্সন জয়া দত্ত। বিজেপির সন্ত্রাসের প্রতি ক্ষোভ উগরে

■ জয়া দত্ত

দিয়ে তিনি বলেন, কোনও অশুভ শক্তি আমাদের আটকাতে পারবে না। কারণ, কলেজের গেটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছাড়া গতি নেই। কেন্দ্রের বঞ্চনা, ভাষা বিদ্বেষের প্রতিবাদে কলেজ গেটে যদি কেউ আন্দোলন করে তাহলে একমাত্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাকে পাথেয় করে লড়াই করবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। নরেন্দ্র মোদি শুনে রাখুন, বাঙালিদের ওপর অত্যাচার হলে রাজপথ উত্তাল করে আপনার বাসভবন ঘেরাও করব আমরা।

রাজ্য

29 August, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আঠাশের ছাত্র সমাবেশের নানা মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি

বাংলার অস্মিতা রক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গান

গাইলেন ইন্দ্রনীল

■ মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'গায়ক' ইন্দ্রনীল সেন। বৃহস্পতিবার ছাত্র সমাবেশে।

প্রতিবেদন : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঐতিহাসিক সমাবেশ। মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা-দিবসের সভায় ফের উঠে এল বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা রক্ষার লড়াই-প্রসঙ্গ। এদিন টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে 'এসো রক্ষা করো ভাষার সম্মান' গান গেয়ে শোনালেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর বিজেপির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের প্রতিবাদে প্রথমদিন থেকেই সরব তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের বাংলা-বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের সূচনাও করেছেন তিনি। এবার গানের কথায়-সুরে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা সকলের সামনে তুলে ধরলেন গায়ক ইন্দ্রনীল। গানের কয়েকটি লাইন হল— 'যতই চেষ্টা করো হবে না সফল, সইব না অত্যাচারের শৃঙ্খল/ ভেবো না আমরা সব চুপ থাকব, চারিদিকে প্রতিবাদ গড়ে তুলব।' গানের শেষে উল্লেখিত 'জয় বাংলা' স্লোগানও। এরপর দলনেত্রী নিজেও বক্তব্যের শুরুতে এই গান বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাজানোর জন্য অনুরোধ করেন।

মেয়ো রোডের পথে সীমান্তের ইটিন্ডা-পানিতরে যুব তৃণমূলের মিছিল

শ্রমশ্রী অ্যাপ চালু, দু'দিনেই আবেদন ৩ হাজার ছাড়াল

প্রতিবেদন : পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তৈরি শ্রমশ্রী অ্যাপের যাত্রা শুরু হতেই মিলল বিপুল সাড়া। দু'দিনেই তিন হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। সোমবার বিকেল থেকে অ্যাপ চালুর পরেই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নথিভুক্তির জন্য আবেদন করেন। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তিন হাজার ছাড়িয়েছে আবেদন। দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করা বাংলার অসংখ্য শ্রমিক কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্যে ফিরেছেন। তাঁদের আর্থিক সুরাহার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করেছে নবান্ন। শ্রমিকদের দ্রুত নথিভুক্ত করতে অ্যাপ-ভিত্তিক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। শ্রমিকদের এই উৎসাহ দেখে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।

শ্রমশ্রী প্রকল্পের কাজ যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখছে রাজ্য। শ্রম দফতরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই প্রকল্পের আবেদন বাছাই ও সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে ফেরার পর প্রকল্পে আবেদন করলেই এককালীন ৫০০০ টাকা পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। এরপর এক বছর পর্যন্ত বা বিকল্প কাজের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত অর্থসাহায্য চালিয়ে যাওয়া হবে। ওই সময় শ্রমিকরা মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। এছাড়াও সন্তানদের পড়াশোনার খরচ, বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে সব শ্রমিক এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত মেনে যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের নথি যাচাই করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে শ্রম দফতর। বৈঠকে জেলা পর্যায়ে দ্রুত নথি সংগ্রহ ও যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সূচনার মাত্র দু'দিনেই যে বিপুল সাড়া মিলেছে, তা দেখে প্রশাসন মনে করছে অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে এই উদ্যোগ আস্থার জায়গা তৈরি করছে। দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, এই পরিস্থিতিতে দুয়ারে সরকার-এর মতো প্রকল্প শ্রমজীবী মানুষকে স্বস্তি দেবে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই যোগ্য শ্রমিকদের হাতে ভাতা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর আগেই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্ব শেষ করার লক্ষ্য স্থির করেছে নবান্ন।

রাজ্য বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আদালতের 'না', মুখ পুড়ল গদ্দারের

প্রতিবেদন : বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রবেশ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে মুখ পুড়ল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার অন্দরে বিরোধী দল বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি। কারণ বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষী প্রবেশে বিধিনিষেধ রয়েছে। স্পিকারের জারি করা এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে গদ্দারের মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে। হাইকোর্টে বিধানসভার সচিব একটি রিপোর্ট দিয়ে জানান, বিধানসভার সমস্ত সদস্য, এমনকী মন্ত্রীদের জন্যও নোটিশ জারি করা রয়েছে, তাঁদের নিরাপত্তারক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিধানসভার ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন, বিধানসভার আইন অনুযায়ী এই নোটিশ বলবৎ থাকবে। যদিও বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যদের জন্যই যাতে এই একই নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে বিধানসভার সচিবকে। গদ্দার অধিকারী-সহ বিজেপির একাধিক বিধায়কের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে বিরোধী দলনেতার শপথগ্রহণের দিন এক গোলমালকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিধানসভায় ঢোকা নিষিদ্ধ করেছিল।

আক্রান্ত তৃণমূল

প্রতিবেদন : সমাবেশে আসার পথে চলন্ত ট্রেনে আক্রান্ত দুই টিএমসিপি কর্মী। লিলুয়া থেকে হাওড়ার মাঝে ট্রেনে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ায় ডানকুনির দুই তৃণমূলকর্মীকে আক্রমণ করে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। হাওড়ায় নেমে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। আহতদের একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূল লিখেছে, বাংলা-বিরোধী বিজেপির এই লজ্জাজনক কাণ্ডে বাংলার প্রতি তাদের ঘৃণাই প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলা অত্যাচারকে পরাজিত করেছে, এবারও বাংলার জনগণ গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজেপিকে জবাব দেবে।

১৯ হাজার কর্মীকে ৬,৮০০ টাকা করে বোনাস রাজ্যের

প্রতিবেদন : রাজ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কাজে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা রাজ্যের। উৎসবের মুখে ১৯ হাজার ৪০০-র বেশি কর্মীকে দেওয়া হবে ৬,৮০০ টাকা করে বোনাস। এই খাতে রাজ্যের খরচ হবে ১৩ কোটি টাকারও বেশি। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে হাত গুটিয়ে নেওয়ায় ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য প্রশাসনের মতে, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার আসল ভরসা এই কর্মীরা। রাজ্যের ১০ হাজারের বেশি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তাঁরাই পরিচালনা করেন। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—সব জায়গাতেই মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সুগার-প্রেশার মাপা, ডেঙ্গি দমন ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বাড়ি বাড়ি অভিযান, সব দায়িত্বই সামলান এঁরা। এছাড়াও, বড় হাসপাতালে অনলাইনে ডাক্তার দেখানো, স্বাস্থ্য ইঙ্গিত-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা। উৎসবের দোরগোড়ায় তাই মানবিক মুখ দেখিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীদের পাশে দাঁড়াল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় প্রধান বিচারপতি

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। বৃহস্পতিবার টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় বা এনইউজেএস-এর অনুষ্ঠানে তিনি প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনইউজেএস কলকাতার উৎকর্ষতা বেঙ্গালুরুর থেকেও বেশি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। এদিন ডব্লুবিএনইউজেএস-এর রজতজয়ন্তী উৎসবের স্ট্যাম্পের উদ্বোধন করেন বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। দেশের মধ্যে কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা সর্বত্র এগিয়ে আছে বলেও জানান প্রধান বিচারপতি। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, আইনজীবী হোন বা বিচারপতি, এই পেশায় ক্রমশ আপডেটেড হওয়া জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছরের পথচলা স্মরণে ডাক বিভাগের ফিলাটেলিক ব্যুরো ও জিপিও'র সহযোগিতায় প্রকাশিত হল এক বিশেষ কভার ক্যান্সেলেশন ও 'মাই স্ট্যাম্প'।

সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

প্রতিবেদন : আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। নতুন করে তদন্ত বা পরবর্তী পর্যায়ের তদন্তের আবেদন জানিয়ে পরিবারের দায়ের করা মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। যেহেতু ইতিমধ্যেই এই মামলা বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন, তাই মামলার শুনানিও ডিভিশন বেঞ্চে হওয়া উচিত বলে মত বিচারপতি ঘোষের। এই যুক্তিতেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ফলে মামলা ফেরত গেল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে।

রাজ্য কমিটি

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল সর্বভারতীয় তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন (আইএনটিটিইউসি)-র পিএইচই কন্ট্রাকটর ও শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির তালিকা। চেয়ারম্যান পদে তাপস দাশগুপ্ত, সভাপতি পদে মহাশিস মাহাত, সাধারণ সম্পাদক পদে মইদুল খান-সহ ৬৪ জন রয়েছেন রাজ্য কমিটিতে।

পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হল : কল্যাণ

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে যোগ্য প্রার্থীদের সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে কোনও লাভ হল না। এদের আবেদনে আমল দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার এই কথা বলেন রাজ্যের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্টে দেশের শীর্ষ আদালত বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা ৭, ১৪ সেপ্টেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেবে না। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। দুই বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষা হবে। প্রয়োজনে সারা রাত জেগে পড়াশোনা করে পরীক্ষার্থীদের নিজেদের তৈরি করতে হবে, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের। একইসঙ্গে কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে সাতদিনের মধ্যে অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতকে জানিয়েছেন এই নির্দেশ পালন করা হবে। শুনানির পর তিনি বলেন, কিছু পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার পরেও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

এসএসসি

মেট্রো-দুর্ভোগ

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী পতাকা নেড়ে নতুন রুট চালু করলে কী হবে, কলকাতা মেট্রোর আদি রুট অর্থাৎ ব্লু লাইনে যাত্রীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে। কখনও মেট্রো দেরিতে আসায়, কখনও ব্যস্ত অফিস-টাইমে ভিড়ের চাপে দরজা বন্ধ না হওয়ায় প্রতিদিনই সকাল-বিকেল মেট্রো-বন্ধে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যেমন ৭টা ১৯ মিনিটে শোভাবাজার স্টেশনে মেট্রোর রেকের দরজা অত্যন্ত ভিড়ের চাপে কিছুতেই বন্ধ না হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে টালিগঞ্জ থেকে দমদমগামী লাইনে বন্ধ থাকে মেট্রো চলাচল। ফেরার পথে মেট্রোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা।

■ নদিয়ার কল্যাণীর বুদ্ধপার্কে আইটিআইয়ের উল্টোদিকে জল সরবরাহ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার।

■ মুম্বই পুলিশের মারে মৃত হাবড়ার পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলের স্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সরকারি সাহায্যের চেক তুলে দিচ্ছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। বৃহস্পতিবার হাবড়ায়।

■ দুঃস্থ মতুয়াদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক অমরনাথ প্রসাদ। শারদোৎসবের আগে দু'দিনে প্রায় আটশো মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন তিনি।

আমার বাংলা
29 August, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৮ উদযাপন

■ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন হল শিলিগুড়ির কলেজ প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন সমস্ত পড়ুয়া। পতাকা উত্তোলন, স্মৃতিচারণার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। ছিলেন নির্ময় রায়, মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বধূর দেহ উদ্ধার

■ মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে উদ্ধার হল গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। নাম আয়েশা খাতুন। মহিলার পরিবারের অভিযোগ, এক বছর আগে আয়েশার বিয়ে হয়েছিল গোবরা রশিদপুরের শেখ দিলোর সঙ্গে। বিয়ের সময় নগদ অর্থ ও একটি মোটরবাইক দেওয়া হয়েছিল যৌতুক হিসেবে। এছাড়াও পুত্রসন্তান জন্ম দিতে হবে বলেও অত্যাচার চলে আয়েশার ওপর। দেহ উদ্ধারের পর শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ ও ভাসুরের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুরসভার উদ্যোগ

■ পুজোর আগেই কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকায় সৌন্দর্যায়নে কাজ শুরু হয়েছে পুরসভার উদ্যোগে। শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহাদেবপুর প্রণবানন্দ স্কুলের সামনে থেকে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে লোহার রেলিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সাথে থাকবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। শহরের মূল বাজার এলাকার কিছু অংশ বাদ রেখে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ধনকৈল হরিহরপুর মোটর কালীমন্দির পর্যন্ত ২.৫ কিমি ডিভাইডারে লোহার রেলিং লাগানো হবে।

কমিউনিটি সেন্টার

■ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ময়নাগুড়ি রোড হাটে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলেছে আধুনিক মডেল কমিউনিটি সেন্টার। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাসের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ময়নাগুড়ি পুরসভার উপপুরপিতা তথা জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা মনোজ রায় ফিতে কেটে নির্মাণকাজের সূচনা করেন।

পুলিশের উদ্যোগ

■ পুলিশের উদ্যোগে হল তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার ইটাহারে। এদিনের প্রতিযোগিতায় যুবকদের দুটি বিভাগ ও মহিলাদের একটি বিভাগে ইটাহার ব্লকের ৩৫ জন যুবক-যুবতী তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মাঠ প্রাঙ্গণে তিরন্দাজি করে সূচনা করেন ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ। ছিলেন থানার ওসি বরুণ কর্মকার, অফিসার এজাবুল হক, সীতারাম সরেন-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে শিবিরে ভিড় শ্রমিকদের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিত্রাতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে অত্যাচারিত শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে যাতে চিন্তাহীনভাবে সংসার চালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা করেছেন নয়া প্রকল্প শ্রমশ্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজ্যে ফিরেছেন বহু শ্রমিক। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে এসে শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্প। শুরু হতেই দেখা যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের দীর্ঘ লাইন। কেউ ফিরেছেন কেরল থেকে, কেউ তামিলনাড়ু থেকে। পরিযায়ী শ্রমিকরা জানিয়েছেন, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে সারাবছর তাঁদের ভিনরাজ্যে কাটাতে হয়, ফলে পুজোতে প্রিয়জনদের সঙ্গে থাকা হয় না। কিন্তু এবছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন। প্রত্যেক পরিযায়ী শ্রমিককে এক বছর পর্যন্ত মাসে ৫০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। পরিযায়ী শ্রমিক খগেন্দ্রনাথ রায়, যিনি এতদিন বিহারে কাজ করতেন, তিনি বলেন, আমরা ভিনরাজ্যে কষ্ট করে কাজ করি, কিন্তু পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়। এবছর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা ভেবেছেন বলে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখন নিজের জায়গাতেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নবীন রায় জানান, আমরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছি বলেই এত শ্রমিক আজ এখানে ভিড় করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পুজোর আগে এই ঘোষণার মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করেছেন।

■ শিবিরের পরিষেবায় আপ্লুত শ্রমিকেরা।

আরও উন্নয়নের শপথ নিয়ে পালন পুরসভার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : শহরে হবে আরও উন্নয়ন। সেজে উঠবে এলাকা। এই শপথ নিয়েই বালুরঘাট পুরসভার ৭৫ বছর উদযাপন হল। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্মৃতি নাট্য উৎসবের উদ্বোধন হয় বুধবার রাতে। এদিন বালুরঘাট রবীন্দ্রভবন মঞ্চে পাঁচদিনের এই নাট্য উৎসব উদ্বোধন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, বালুরঘাট পুরসভার অধ্যক্ষ অশোক মিত্র, জেলা

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস, স্বর্গীয় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বালুরঘাট পুরসভার সকল কাউন্সিলর-সহ জেলার বিশিষ্ট নাট্যকর্মীরা। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশভাগের সময় বালুরঘাটের কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানের থেকে যায়। এরপর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দোলনে ১৮ অগস্ট ভারতের সাথে যুক্ত হয় বালুরঘাট। দেশভাগে বিভক্ত হয় দিনাজপুর জেলা, পূর্ব পাকিস্তানে দিনাজপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর। এই পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর দফতর বালুরঘাট। বালুরঘাটকে ১৯৫১ সালে পুরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখান থেকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে ২০২৫ এ বালুরঘাট পুরসভা ৭৫-এ পা দিয়েছে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা নাট্য উৎসবের সূচনা করে বলেন, বালুরঘাট পুরসভা দীর্ঘ ৭৫ বছর পেরিয়ে এসেছে। এটি অনেক পুরাতন পুরসভা, নাগরিকদের নানান পরিষেবা দিয়ে এসেছে। বালুরঘাট সংস্কৃতির শহর নাটকের শহর।

পুরসভার উদ্যোগে পুজোর আগেই সাজবে ফালাকাটা

■ ফালাকাটার এই রাস্তায় জ্বলবে এলইডি বাতি।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পুরসভার উদ্যোগে পুজোর আগেই সেজে উঠবে ফালাকাটা। 'গ্রিন সিটি মিশন' প্রকল্পের এই কাজ ফালাকাটা পুরসভা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। মোট ২৫০টি স্টিল পোলের মাধ্যমে ডায়াগোনাল আকারে ৪৫ ওয়াটের পথবাতিগুলি রাস্তার পাশে লাগানো হবে। এছাড়াও শহরের মোট ১৮ ওয়ার্ডের অলিগলিতে ১৪০০টি ৩৫ ওয়াটের এলইডি লাইট লাগানো হবে। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, অনেকদিন ধরেই এই কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, কয়েকবার টেন্ডার ফলপ্রসূ হয়নি। অবশেষে আমরা সফল হয়েছি। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে এই ঠিকাদার সংস্থাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই কাজ শেষ হয়ে গেলে শহরের সিংহভাগ অংশ সন্ধ্যের পর আলোয় ঝলমল করবে।

দুর্ঘটনায় মৃত তিন চা-শ্রমিক পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন চা-শ্রমিকের। পরিবারের পাশে দাঁড়ল রাজ্য। নাগরাকাটায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিন চা-শ্রমিক। আহত হন প্রায় ১৭ জন। গত সোমবার নাগরাকাটার আপার গাঠিয়া এলাকায় চা-বাগানের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি পিকআপ ভ্যান সুভাষিণী মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুন্দর মাঝি, মন খালকো, মনীষা নাজিয়ার। দুঃখজনক এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার নাগরাকাটা বিডিও অফিসের উদ্যোগে মৃত শ্রমিকদের পরিবার ও আহতদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী। চাল, ডাল, তেল, মশলা, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি ছোট শিশুদের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাবারও প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের হাতে দেওয়া হয় পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য। ত্রাণসামগ্রী হাতে তুলে দেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল চা-শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় কুজুর। তিনি বলেন, আহতদের চিকিৎসার দিকেও সরকার নজর রাখছে।

■ মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য।

দুর্ঘটনার কবলে স্কুল বাস, পড়ুয়াদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন ওসি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দুর্ঘটনার কবলে বেসরকারি স্কুল বাস। নিজের গাড়ি করে পড়ুয়াদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন ট্রাফিক ওসি। বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ রেলওয়ে ওভারব্রিজের ওপর একটি ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ঘটে। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি বেসরকারি স্কুলের ৬ জন শিশু। জানা গিয়েছে, একটি ডাম্পারকে ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টোদিক থেকে আসা একটি স্কুল বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি ট্রাকের। আলিপুরদুয়ারের চেকো এলাকা থেকে একটি ডাম্পার ও একটি ট্রাক শোভাগঞ্জ রেলওয়ে ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে আসছিল। সেই সময় ট্রাকটি ডাম্পারটিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে উল্টোদিক থেকে আসা ওই স্কুল বাসের সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসটি স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের নিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় বাসে ৬ জন পড়ুয়া ছিল বাসে। তখনই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করে। দুর্ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্যরত ট্রাফিক ওসি মঞ্জয় দত্ত নিজের গাড়িতে করে শিশুদের নিরাপদে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

■ ট্রাফিক ওসিকে ধন্যবাদ জানাল খুদে পড়ুয়ারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বীরভূমের মল্লারপুরে মোড়গ্রাম-রানিগঞ্জ জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোকে ট্রাক্টর ধাক্কা মারায় মৃত্যু হল পথিক লেট (৪৫), পমি লেট (২০) ও ঈশা লেটের (৪)। ঘটনাস্থলে দুজন, পরে রামপুরহাট মেডিক্যালে অন্যজনের মৃত্যু হয়

পাড়া শিবিরে আবেদন, ঝাড়গ্রামের দুশো স্কুল পাচ্ছে পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক স্কুল পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছিল। কোথাও শ্রেণিকক্ষের অভাব, কোথাও পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই। কোথাও আবার শৌচালয়ের অভাব। টাকার অভাবে উন্নয়ন বন্ধ থাকায় স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষ উদ্বেগে ছিলেন। বহু স্কুলে নেই মিড ডে মিল খাওয়ার শেড। জঙ্গল লাগোয়া কিছু স্কুলে পাঁচিল না থাকায় যখন-তখন হাতির পাল ঢুকে পড়ছিল। এই নিয়ে অভিভাবকদের প্রশ্নের মুখে পড়ছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান সব সমস্যা সমাধানের পথ খুলে দেওয়ায় শিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও ওই সব স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের আবেদন নিয়ে শিবির হাজির হয়ে নিয়মমাফিক আবেদন লেখান। ঝাড়গ্রাম ব্লকের

গনককাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণসোল প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলপাহাড়ি কালাপাথর প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ প্রায় ২০০ স্কুলের হয়ে উন্নয়নে সাহায্যের আবেদন জমা পড়ে। শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিবিরে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের আবেদন জানান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সভাপতি অশোক গড়াইয়ের কথায়, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোর নানা সমস্যা ছিল। বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের অভাব, পর্যাপ্ত চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ না থাকা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়ের অভাব ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রশাসন ও শিক্ষা দফতরের কাছে ফান্ডের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। এবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে শিক্ষক-পড়ুয়া-অভিভাবকরা মিলে এগুলি নিয়ে শিবিরে আবেদন করেন। জেলার ১৮টি চক্রের ২০০ স্কুল আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচির মাধ্যমে। ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অজয় মহাপাত্র জানান, জেলা প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছিল, পরিকাঠামো উন্নয়নে স্কুলগুলি যেন পাড়া শিবিরে আবেদন করে। সেই আবেদনের জন্যই এবার পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ শুরু হতে চলেছে।

শালবনিতে হঠাৎ মৃত্যু হল এক হস্তিশাবকের

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বৃহস্পতিবার ভোরে এক হস্তিশাবকের মৃত্যু হল মেদিনীপুরের আড়াবাড়ি রেঞ্জের মিরগা বিটের জঙ্গলে। জানা যায়, বুধবার রাতেই প্রায় ৫০টি হাতির একটি বিশাল দল মিরগা বিটের শালবনি এলাকায় পৌঁছয়। রাতে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঠিক পিছনের মাঠে ছিল হাতির দলটি। ভোরের দিকে তারা মিরগার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ওই দলেই থাকা একটি শাবকের মৃত্যু হয় বলে জানান আড়াবাড়ির বনাধিকারিক বাবলু মান্ডি। তিনি বলেন, সাধারণত হাতিরা কোনও সমস্যা বা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়লে চিৎকার করে। ভোর সাড়ে ৩টা-৪টা নাগাদ তেমনই চিৎকার শুনে বনকর্মীরা ছুটে যান ওই জঙ্গলে। দেখা যায়, একটি হস্তিশাবকের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর নিয়ম মেনে শেষকৃত্যসম্পন্ন হবে। শাবকটির বয়স আনুমানিক আড়াই-তিন বছর। প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন।

ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার খুন মনে করে পরিবার

সংবাদদাতা, শান্তিপুর : বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিপুরের সাহেবডাঙা মধ্যপাড়া এলাকায় রাস্তায় ধারে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত হাসিম মণ্ডলের (৩৫) দেহ তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। মৃতের পরিবার এবং প্রতিবেশীদেরও অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে।

উদ্ধার চোরাই ডাম্পার

সংবাদদাতা, সিউড়ি : গত ১৩ অগাস্ট দুমকার রামগড় থানার বাসিন্দা রাজীব রঞ্জন তাঁর ডাম্পার চুরি হয়েছে বলে মহম্মদ বাজার থানায় অভিযোগ জানান। থানার তৎপরতায় সিসিটিভি দেখে এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে চুরি যাওয়া ডাম্পারটি নলহাটি থেকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার সমস্ত নথিপত্র যাচাইয়ের পর মালিককে হস্তান্তর করা হয়।

শিবিরে জনসংযোগে এসে সভাধিপতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাই প্রধান লক্ষ্য

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : দল কাজ করছে মানুষের জন্য। দলীয় টিকিটেই মানুষের ভোটে নির্বাচিত হন জনপ্রতিনিধিরা। তাই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনও জনপ্রতিনিধি উপেক্ষা করতে পারেন না। বৃহস্পতিবার এভাবেই 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে নিজের কাজের ব্যাখ্যা দিলেন জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত। এদিন তিনি পুরুলিয়া ১ ব্লকের মানাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি শিবিরে দীর্ঘ সময় উপস্থিত থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। মহিলাদের দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদনপত্র জমা দেওয়ায় সহায়তা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এই এলাকায় মূল সমস্যা হল গ্রামীণ রাস্তা। পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। পাড়া শিবিরের সঙ্গেই দুয়ারে সরকার

■ পুরুলিয়ার পাড়া শিবিরে নিবেদিতা মাহাত।

শিবির চলায় মানুষের বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন দিতে সুবিধা হয়। মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর উপর কতটা ভরসা রাখেন, শিবিরে গেলেই বোঝা যায়। সবচেয়ে বড় কথা এখানে রাজনীতি নেই। বিরোধী দলের কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে শিবিরে আসছেন।

'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা' প্রদর্শনী আলিপুরে

প্রতিবেদন : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বাংলার বীরযোদ্ধাদের নিয়ে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাসদর আলিপুরের নবপ্রশাসনিক ভবনে উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত সূচনা করেন 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা' প্রদর্শনী। ছিলেন জেলা পরিষদের উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও কর্মাধ্যক্ষরা। প্রদর্শনীকে অনন্য রূপে উপস্থাপিত করেছে জেলা তথ্যসংস্কৃতি দফতর। থাকছে সিপাহী, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

নন্দীগ্রামে পাড়া শিবির স্থগিত হল বিজেপির বিশৃঙ্খলার জন্য

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি বুথ নিয়ে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির হওয়ার কথা ছিল। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একজনকে সভাপতি নির্বাচন করে শিবির চালু হয়। এখানে কে সভাপতি হবেন তা নিয়ে শুরু হয় বাদানুবাদ। বিশৃঙ্খলার মাঝে ক্যাম্প বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন বিডিও। ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপির দখলে। তাই তাদের তরফে সভাপতি হওয়ার দাবি জানালে বিরোধিতা করে তৃণমূল। ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, এলাকায় বিজেপি কোনও উন্নয়নই করেনি। তাই যাতে ওদের অনুন্নয়নের চেহারা বাইরে বেরিয়ে না আসে সেই কারণেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তৃণমূলের কাউকে সভাপতি হতে দেয়নি।

পুলিশের জালে ডাকাতের দল

সংবাদদাতা, লাভপুর : বুধবার রাতে ডাকাতির ছক কষে লাভপুরের মুণ্ডমালিনী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অপেক্ষা করছিল একদল ডাকাত। স্থানীয় সূত্রে এই খবর পান লাভপুর থানার ওসি আব্দুল গফফরের নেতৃত্বে পাঁচটি মোটর বাইকে ১০ পুলিশকর্মী সাধারণ মানুষের বেশে যেখানে ডাকাতরা জড়ো হয় সেখানে গিয়ে এমনভাবে গোপন বার্তা আদানপ্রদান করে ডাকাত দলটি বিভ্রান্ত হয়ে পুলিশের জালে পড়ে। পরিকল্পনামাফিক মুণ্ডমালিনী মন্দির এলাকার কাছাকাছি গিয়ে মুখে শিস দিয়ে পুলিশকর্মীদের সতর্ক করেন ওসি। এরপরই পাকড়াও করা হয় সাতজনের ডাকাত দলটিকে। ডাকাতদের কাছ থেকে শাবল, দড়ি, হাঁসুয়া, লাঠি, টর্চ, লঙ্কার গুঁড়ো ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পথচলতি মানুষের থেকে লুট করার উদ্দেশ্যে নিয়েই দলটি ওখানে জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের বেনারসি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন মিতা

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে দেওয়া বেনারসি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তাঁদের এলাকার বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রি করে টেনেটুনে সংসার চালানো বাপন মাঝির মেয়ে মিতা, বিশ্বাসই করতে পারছেন না মঙ্গলকোটের ঝিলু ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠ্যাঙাপাড়ার বাসিন্দারা। বাপন বলেন, দরদি মুখ্যমন্ত্রী শুধু মেয়ের বিয়ের বেনারসিই নয়, পাত্রের ধুতি-পাঞ্জাবিও উপহার দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মানবিকতায় মিতার পরিবার-সহ গোটা ঠ্যাঙাপাড়া অভিভূত। বাসিন্দারা জানান, আমাদের গ্রামের মেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ে করছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে সবুজসাথীর মাধ্যমে বাংলার সরকার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের জন্য যে কাজ করছে তা অতুলনীয়। ভূভারতে মেয়েদের জন্যে কেউ এতটা ভাবে না। বাপন জানান, মেয়ের বিয়ে ঠিক করার পর রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধে পেতে মাসখানেক আগে আবেদন করেন বিডিও অফিসে। সপ্তাহখানেক আগে বিডিও অফিস থেকে যোগাযোগ করে বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় মিতাকে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

■ মিতাকে বেনারসি উপহার মুখ্যমন্ত্রীর। বর্ধমানের মঞ্চে।

সেখানেই মঞ্চে ডেকে 'রূপশ্রী' প্রকল্পের সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মিতার হাতে তাঁর উপহার তুলে দেন। মিতার কথায়, জীবনেও ভাবিনি মমতা দিদিকে এত কাছ থেকে দেখতে পাব। তাঁর আশীর্বাদ পাব। বিয়ের আগে এটা আমার বিশেষ বাড়তি পাওনা। মিতার মা কৃষ্ণা বলেন, আমরা গরিব মানুষ। বেনারসিটাও স্বামীকে ধার করেই কিনতে হত। রূপশ্রীর টাকায় বিয়ের খরচের অনেকটা মিটবে। বেনারসি আর বরের কাপড়ও আশীর্বাদ হিসাবে দিদির থেকেই পেলাম। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

দিল্লি দরবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল এক যুবক। জামিন পেয়েই চড়াও হল নির্যাতিতার বাড়িতে। টাকা দিয়ে মিটমাটের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওই নির্যাতিতাকেই তুলে নিয়ে গেল অভিযুক্ত যুবক। যোগীরাজ্যের ভাদোহী জেলার ঘটনা

মধ্যযুগীয় বর্বরতা নীতীশের বিহারে

জুতোর মালা পরিয়ে প্রস্রাব পান করানো হল দম্পতিকে

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর ঘটনা বিজেপি-নীতীশের বিহারে। হার মানাল মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে। নৃশংসভাবে গ্রামে পিটিয়ে মারা হল এক প্রৌঢ়কে। তারপরে তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল আততায়ীরা। ব্যাপক মারধর করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হল তাঁর স্ত্রীকেও। কয়েকজন গ্রামবাসী পুলিশ ডেকে এনে শেষমুহূর্তে প্রাণে বাঁচান ওই মহিলাকে। উদ্ধার করেন প্রৌঢ়র মৃতদেহ।

অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আক্রান্ত মহিলা। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নওদায়। শুধু তাই নয়, দম্পতির উপরে নির্লজ্জ হামলা চালানোর আগে ওই দম্পতির মাথা মুড়িয়ে গ্রামের পথে ঘোরানো হয়। প্রকাশ্যে জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের গলায়। এমনকী প্রস্রাব পান করতেও তাঁদের বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ। কেন এমন হিংস্র আক্রমণ প্রৌঢ় দম্পতির উপর? গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারীরা জেনেছেন পঞ্চুগড় মুসাহরি গ্রামে একটি জন্মদিনের পার্টিতে মিউজিক সিস্টেম একাধিকবার খারাপ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা। ওই পরিবারের লোকেদের বদ্ধ ধারণা, এর নেপথ্যে আছে কালাজাদু। ওই প্রৌঢ় দম্পতি এর জন্য দায়ী। সেই সন্দেহের বশেই স্বামী-স্ত্রীর উপরে চড়াও হয় পরিবারের পেটোয়া লোকজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল হিসুয়া থানা এলাকায় পঞ্চুগড় মুসাহরি গ্রামেই মোহন মাঝি নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। এই উপলক্ষেই ভাড়া করা হয়েছিল মিউজিক সিস্টেম। কিন্তু বারবার তা অচল হয়ে যাওয়ায় বাড়ির লোকেদের ধারণা হয়, ওই গ্রামেরই বাসিন্দা গয়া মাঝি (৫৮) ও তাঁর স্ত্রী 'কালাজাদু' করে এই বিপত্তি ঘটাচ্ছে। কোনওরকম আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় প্রৌঢ় দম্পতির উপরে। চলে বর্বর আক্রমণ। এখনও পর্যন্ত পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে এই ঘটনায়। তবে আসল অভিযুক্তরা এখনও বেপাত্তা বলে অভিযোগ।

যোগীরাজ্যে নরবলির শিকার একাদশের পড়ুয়া

তান্ত্রিকের বিধানে নাতির ধড় ও মুন্ডু আলাদা করল দাদু!

প্রতিবেদন: যোগীরাজ্যে হাড় হিম করা নৃশংসতা। এক তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে ১৭ বছরের নাতিকে মধ্যযুগীয় কায়দায় খুন করল দাদু। ধড় থেকে আলাদা করে দিল মুন্ডু। দেহ টুকরো টুকরো করে শাড়িতে মুড়ে স্কুটারে করে এনে ফেলে দিল গ্রামের নর্দমায়। ভয়ঙ্কর এই ঘটনার সাক্ষী উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ। এলাকার মানুষের অভিযোগ, এই খুন আসলে তান্ত্রিকের কুপরামর্শে নরবলি। একাদশ শ্রেণির ছাত্র পীযূষকে খুনের কথা স্বীকার করেছে দাদু শরণ সিং। দেরিতে হলেও গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। এই ভয়াবহ ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দিল যোগীর গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতায় একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সর্বস্তরে ধিক্কার উঠেছে অসৎ তান্ত্রিকদের এই বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে। কারণ, এই প্রথম নয়, তান্ত্রিকের তথাকথিত বিধানে শিশুবলির ঘটনা আগেও ঘটেছে যোগীরাজ্যে।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? কেনই বা নিজের নাতিকে এমন নৃশংসভাবে খুন করল দাদু? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খুনি শরনের ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই আত্মহত্যা করেছিল। দুটি ঘটনাই ঘটেছিল পরপর দু'বছরে—২০২৩ এবং ২০২৪ এ। ছেলে এবং মেয়ের এভাবে মৃত্যুতে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল শরন। পরপর এই দু'টি আত্মহত্যার কারণ জানতে সে ছুটে গিয়েছিল ওই তান্ত্রিকের কাছে। শরনের প্রশ্নে অদ্ভুত উত্তর দেয় ওই তান্ত্রিক। দেয় কুপরামর্শও। যাকে বলে বিভ্রান্তিকর বিধান। তান্ত্রিক শরনকে বোঝায়, আসলে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল পীযূষের। কিন্তু তা না হয়ে মৃত্যু হয়েছে শরনের ২ সন্তানের। এর জন্য দায়ী পীযূষই। তান্ত্রিকের মুখে একথা শুনে অস্থির হয়ে ওঠে শরন। এই দুর্বল মুহূর্তেই তান্ত্রিক তাকে পরামর্শ দেয়, নাতি পীযূষকে হত্যা করতে হবে।

এরপরেই মঙ্গলবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয় সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের একাদশ শ্রেণির ছাত্র পীযূষ। স্কুল যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেও সে আর ফিরে আসেনি। স্কুলে গিয়ে পীযূষের মা জানতে পারেন, সে সেদিন আদৌ স্কুলে আসেনি। করেলি থানায় সঙ্গে সঙ্গে তা জানান মা। নিখোঁজ ডায়েরিও করেন। বুধবার তল্লাশির সময় নিখোঁজ পীযূষের মাথা খুঁজে পাওয়া যায় কারেলির সাইদপুর কাছার এলাকায়। এক মহিলার কথার সূত্র ধরে কুড়িয়া লওয়ান এলাকার নর্দমা থেকে উদ্ধার করা হয় শাড়িতে মোড়া টুকরো টুকরো দেহ।

মহারাষ্ট্রে বহুতল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০

প্রতিবেদন: গণেশ বন্দনার আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেছে বিষাদে। উৎসবের মাঝেই মহারাষ্ট্রে বহুতল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০। বুধবার মধ্যরাতে পালঘরের ভাসাইয়ের নারাঙ্গি রোডের কাছে বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ে। বহুতলে ৫০টি ফ্ল্যাট ছিল বলে জানা গেছে। চারতলায় একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলাকালীন ভবনের একটি অংশে থাকা অন্তত ১২টি ফ্ল্যাট ধসে যায়। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। বহুতলের নিচে এখনও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ছয় জনের। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বহুতলকে আগেই অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। কিন্তু তারপরেও সেখানে কী করে এত লোক বসবাসের অনুমতি দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কনের হাতে অস্ত্র?

প্রতিবেদন: ঝড় উঠেছে বিতর্কের। পণপ্রথা রুখতে যোগীরাজ্যের মহাপঞ্চায়েত মেয়েদের অভিভাবকদের রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিল। বিয়েতে কন্যাদানের সময় পণ না দিয়ে মেয়ের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিক বাবা-মায়েরা। এমনই পরামর্শ দিয়েছে বাগপতে আয়োজিত উত্তরপ্রদেশের মহাপঞ্চায়েতে। আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয়, বিয়ের কনেকে আর সোনার গয়না দেওয়া হবে না। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে তাদের দেওয়া হোক তলোয়ার, ছোরা, পিস্তল। এমনই পরামর্শে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এইপরেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খতম ২ জঙ্গি

প্রতিবেদন: বৃহস্পতির সকাল থেকেই ভূস্বর্গ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সেনা-জঙ্গির লড়াইয়ে। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতেই বান্দিপোরায় দুই জঙ্গিকে খতম করল ভারতীয় সেনা। গোপন সূত্রে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার খবর পেয়ে 'অপারেশন' শুরু করে সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ও সেনার যৌথ দল। জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করলে পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে।

সিলেবাসে নেই মুঘল ও সুলতান সাম্রাজ্য, নিন্দায় সরব তৃণমূল

প্রতিবেদন: ফের বিজেপির নতুন ফরমান। এনসিআরটি সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণির সিলেবাস থেকে মুঘল ও সুলতান সাম্রাজ্যকে বাদ দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল, ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা। আরএসএস ও বিজেপির এই ফরমানকে তুলোধোনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মুঘল সাম্রাজ্যকে বাদ দেওয়ার অর্থ হল ইতিহাস থেকে রানা প্রতাপ এবং শিবাজির অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি। তাহলে এরা কি হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? পড়ুয়ারা কী শিখবে? প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদ। মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, সর্বত্র সংঘের লোক বসে আছে। যারা দায়িত্বে বসে আছে তারা সাফাই দেবে এটাই স্বাভাবিক। আসলে বিজেপির কাজ আসল সত্য মুছে ফেলা। শিক্ষাক্ষেত্রেও ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে চলছে কেন্দ্র সরকার।

এনসিইআরটি

উল্লেখ্য, এই বইগুলিতেই এধরনের পরিবর্তন থেকে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এমন কাজ করছে এনসিইআরটি? মানুষের সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে কি এভাবে ইতিহাসকে মুছে ফেলা যাবে? এই পরিবর্তনগুলি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনারও শিকার হয় এনসিইআরটি।

হারের ভয়ে বিজেপি ভোটার নির্বাচনে নেমেছে : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)
সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসআইআরের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবরা রাস্তায় নামবে না? ২০২৬ সালের ভোটে যোগ্য জবাব দেবে না? বিজেপি মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ভোটার বেছে নিচ্ছে। আগে মানুষ সরকার বাছত, এখন সরকার মানুষ বেছে নিচ্ছে। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে লড়াই করেছি। আমাদের মহিলা এমপিদের রাস্তায় টেনে ফেলে। আমরা ৬৯ লক্ষ জব কার্ডকে ব্যাঙ্কে টাকা দিয়েছি। ১০ কোটি বঙ্গবাসীকে বাংলাদেশি বলছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব। বাংলার বঞ্চনা নিয়ে গর্জে ওঠেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বলেন, বাংলার অপমানের জবাব দেওয়া হবে। বাংলার কৃষকের বঞ্চনার জবাব দেওয়া হবে। জল জীবন মিশন, আবাসের টাকা আটকে রেখেছে, তাদের জবাব দেবেন না? ঐক্যবদ্ধ লড়াই করব। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক বলেন, আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের প্রতিহত করো, তার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়বে। এরাই ১০-০ করে দেবে সিপিএম-বিজেপিকে। অভিষেকের কথায়, ২০২৬ সালে আমরা বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। মোদি আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলেছিল, আমরা মমতার নেতৃত্বে স্বনির্ভর বাংলা। আজ যুদ্ধের দামামা বাজল। আগামী বছর চতুর্থবার মমতা সরকার করে জয়ধ্বনি তুলব। সবাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কিন্তু ১০ কোটি মানুষ পক্ষে। আগের বারের থেকে আসন বৃদ্ধি পাবে, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। কুৎসা যত বেড়েছে ততই সমর্থন বেড়েছে। এবার বিজেপি ৫০ পেরিয়ে দেখাক। আমরা 'ভেঙে দাও' করি না, 'সাজিয়ে দাও করি'।

কমিশন-এজেন্সিকে দিয়ে ললিপপ সরকার বিজেপির

(প্রথম পাতার পর)
ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে এর জবাব দেবে বাংলা। বৃহস্পতিবার, মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে এবারের ছাত্র সমাবেশ ভিড়ের নিরিখে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। যত জমায়েত সমাবেশস্থলে হয়েছিল তার বহুগুণ বেশি ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশের বাইরে ছিলেন। তাঁরা ভিড়ের চাপে ঢুকতে পারেননি।

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, চক্রান্ত করে কোনও লাভ হবে না। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, ৫০০টা টিম নিয়ে এসেছে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করার জন্য। আসলে নাম বাদ দিয়ে দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নেত্রীর বার্তা, আরও বেশি করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে। তাদের কাছে থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের যোগমায়া দেবী কলেজের আন্দোলনের কথা— ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার কথা তুলে ধরেন। এদিনের মঞ্চে ছিলেন রাজ্য নেতা-নেত্রীরা এবং ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতৃত্ব।

ছাত্র সমাজকে অর্থমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যখন দলের মিটিংয়ে-মিছিলে আসবে, একটা নোট প্যাড ও পেন সঙ্গে রাখবে। কারণ আমরা যে কথাগুলি বলব সেগুলি নোট করবে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে সে-কথাগুলো বলতে হবে।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল এক যুবক। জামিন পেয়েই চড়াও হল নির্যাতিতার বাড়িতে। টাকা দিয়ে মিটমাটের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওই নির্যাতিতাকেই তুলে নিয়ে গেল অভিযুক্ত যুবক। যোগীরাজ্যের ভাদোহী জেলার ঘটনা

শুল্কনীতির জেরে সংকটে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, বিকল্প পথের খোঁজ চলছে

উৎপাদন বন্ধ, আর্থিক ক্ষতির মুখে রফতানিকারীরা

প্রতিবেদন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেদেশে ভারতের বস্ত্র ও পোশাক রফতানির উপর নতুন করে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর দেশের রফতানি শিল্পে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। শ্রমনির্ভর এই শিল্পে ইতিমধ্যেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে, কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক। এই পরিস্থিতিতে রফতানিকারীরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন বাজার টিকিয়ে রাখতে উৎপাদন কার্যক্রমের শেষ ধাপ প্রতিবেশী দেশগুলিতে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতীয় রফতানিকারীরা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইথিওপিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া এবং জর্ডনের মতো দেশগুলিতে তাদের উৎপাদন কার্যক্রমের শেষ ধাপ স্থানান্তরিত করার কথা বিবেচনা করছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ শুল্কের কারণে ভারতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে সেগুলিকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। রফতানিকারীরা ইতিমধ্যে শীতকালীন পণ্যের চালান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিলেও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন পরবর্তী সময়ের জন্য নেওয়া পণ্যের অর্ডারগুলি গুরুতর চাপে পড়েছে। সিটিএ অ্যাপারেলস-এর চেয়ারম্যান মুকেশ কানসাল জানিয়েছেন, কিছু ক্রেতা শুল্ক বৃদ্ধিজনিত খরচ মেটাতে ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত অতিরিক্ত ছাড়ের দাবি করছেন। এর ফলে রফতানিকারীদের মুনাফা আরও কমে যাচ্ছে। অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মিথিলেশ্বর ঠাকুর বলেছেন, বস্ত্র রফতানিকারীরা আশা করছেন যে আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। ভারতের ওপর আরোপিত এই ৫০ শতাংশ শুল্ক এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ফলে বিশেষত শ্রম-নিবিড় খাতগুলোতে পণ্যের মূল্য এবং প্রতিযোগিতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তুলার ওপর আমদানি শুল্ক মকুব করেছে, যা কিছুটা স্বস্তি দেবে বলে আশা করা যায়। এদিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান বড় ধরনের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আটকে রেখেছে।

ব্যাংক অফ আমেরিকা কর্পোরেশনের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক পরিবেশ ভারতের অনুকূলে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানিগুলি অপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করবে। কারখানাগুলিতে কাজের সময় কমে যাওয়ায় এবং অর্ডার বাতিল হওয়ায় শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জীবিকা হারানোর ভয়ে ভুগছেন। এটি দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বুধবার এই শুল্ক আরোপের জেরে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন ঘটে। বাজার বিশ্লেষকরা এই শুল্ককেই বাজারের ওপর সবচেয়ে বড় বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যদিও দুর্বল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাহারের মতো অন্যান্য কারণও এর পেছনে কাজ করছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা এই পরিস্থিতিকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের একটি সাময়িক টানাপোড়েন হিসেবে দেখছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা এটিকে 'দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের একটি অস্থায়ী পর্যায়' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং জানিয়েছেন, বাণিজ্য চুক্তি ফলপ্রসূ করতে যোগাযোগ চ্যানেলগুলি খোলা রয়েছে। চাপে পড়ে উভয় পক্ষই এই সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজছে।

জঙ্গি অনুপ্রবেশের শঙ্কায় উচ্চ-সতর্কতা

প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জঙ্গি নাশকতার আশঙ্কায় বিহারে উচ্চ-সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জানা গেছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত পাকিস্তান-ভিত্তিক সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের তিন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিহারে অনুপ্রবেশ করেছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশ সদর দফতর এই খবর নিশ্চিত করেছে। পুলিশ সন্দেহভাজনদের স্কেচ প্রকাশ করেছে এবং সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় এই সতর্কতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা-সহ

ভারত-নেপাল সীমান্ত

বিভিন্ন দলের জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ঘন ঘন সফরের কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বর্তমানে বিহারে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এই যাত্রা নেপাল সীমান্তবর্তী সীতামঢ়ী এবং মোতিহারি জেলার মধ্যে দিয়ে যায় এবং শুক্রবারও নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বেত্তিয়া থেকে এটি পুনরায় শুরু হবে।

জঙ্গি নাশকতার আশঙ্কা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিহারের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, টহল বাড়ানো হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, যে তিন জঙ্গিকে শনাক্ত করা হয়েছে তারা হল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হাসনাইন আলি, উমরকোটের বাসিন্দা আদিল হুসেন এবং বহওয়ালপুরের মহম্মদ উসমান। তিন জনই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই তিন জঙ্গি অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছয়। তার পর সম্প্রতি বিহারে অনুপ্রবেশ করেছে।

ট্রাম্পের উপদেষ্টার গুরুতর অভিযোগ

প্রতিবেদন: বিচিত্র যুক্তি সামনে আনল ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা পিটার নাভারো ইউক্রেন সংঘাতকে এবার 'মোদিস ওয়ার' আখ্যা দিলেন। তিনি দাবি করেছেন যে, ভারত ছাড়যুক্ত মূল্যে রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ইউক্রেনে মস্কোর আগ্রাসনকে মদত দিচ্ছে এবং এর ফলে আমেরিকার করদাতাদের উপর বোঝা বাড়ছে। একই সাথে তিনি বলেছেন, ভারত যদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে, তাহলে মার্কিন শুল্কে ২৫% ছাড় পেতে পারে।

ব্লুমবার্গ টেলিভিশনের 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে পিটার নাভারো বলেন, এই সংঘাত ভারত দ্বারা প্রভাবিত এবং শান্তির পথ আংশিকভাবে নয়াদিল্লির মধ্য দিয়ে গেছে। নাভারোর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০% মার্কিন শুল্ক বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনা ভারত অব্যাহত রাখায় এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। নাভারো আরও বলেন, ভারত যদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে এবং খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে, তাহলে কালই ২৫% ছাড় পেতে পারে।

প্রবল বর্ষণ ও নদীতে জলস্ফীতি : বিপর্যস্ত হিমাচল

কুলুতে মহাসড়ক বন্ধ, জনজীবন বিপর্যস্ত

প্রতিবেদন: দুর্যোগে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। হিমাচলের কুলুতে বিয়াস নদীর জলস্ফীতির কারণে চণ্ডীগড়-মানালি মহাসড়ক টানা তৃতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। ভারী বর্ষণের ফলে একাধিক ভূমিধস হয়েছে, যা রাস্তার বড় অংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং ব্যস্ত এই মহাসড়কটিকে কার্যত একটি উত্তাল নদীতে পরিণত করেছে।

হিমাচলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক বন্ধ থাকায় কয়েকশো ট্রাক এবং যাত্রিবাহী গাড়ি আটকে পড়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ এবং পর্যটকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রয়েছেন। ভারতীয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক প্রকৌশলী অশোক চৌহান জানিয়েছেন, বিয়াস নদীর প্রবল স্রোতে কুলু এবং মানালির মধ্যবর্তী রাস্তার একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুনরুদ্ধার করতে কাজ চলছে, তবে প্রশাসন সতর্ক করেছে যে কিছু অংশে ২০০ মিটারেরও বেশি রাস্তা পুরোপুরি ভেসে গেছে। বানালার একটি বড় ভূমিধসের কারণে কর্তৃপক্ষকে মহাসড়ক বন্ধ করে দিতে হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী ধাবা, রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট বন্যার জলে ভেসে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। সংবাদ সংস্থাকে গ্রামবাসীরা জানান, মানালির বেশ কিছু এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে হঠাৎ করে নদীর জলস্তর বেড়ে গেছে। অনেক পরিবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে বাস করছে। যখন জল আশেপাশে ঢুকে পড়া শুরু করল, তখন এলাকার বাসিন্দারা প্রাণ বাঁচাতে উঁচু জায়গায় চলে যান। তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত পানীয় জল ও খাবার নেই এবং সমস্ত ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাসিন্দারা অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা আপেল উৎপাদনের মরশুম। আবহাওয়ার কারণে হিমাচলের বিখ্যাত আপেল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, তবে আপেলচাষীরা অনেক বড় ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন। শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, সেতু এবং সংযোগকারী রাস্তাগুলি ভেঙে পড়ায় মানালির অনেক অংশের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নদীর তীরে অবস্থিত অনেক হোটেল এবং রিসর্ট বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, কিছু কিছু ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতেও আছে। কুলুর এক পর্যটক পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন, আচমকা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে জল প্রবল বেগে এলাকায় ঢুকে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হিমাচল প্রদেশে এখনও প্রবল বৃষ্টি চলছে, যা দোকানপাট ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভবন ভেঙে পড়ছে, মহাসড়ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং আবাসিক এলাকাগুলো প্লাবিত হচ্ছে। গত ২০ জুন থেকে আবহাওয়াজনিত ঘটনায় কমপক্ষে ১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৪০ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই রাজ্য দফায় দফায় ১২টি আকস্মিক বন্যা, দুটি বড় ভূমিধস এবং একটি মেঘভাঙা বৃষ্টির কবলে পড়েছে। ১২টি আকস্মিক বন্যার মধ্যে নয়টি লাহুল ও স্পিতিতে, দুটি কুলুতে এবং একটি কাংরায় হয়েছে, অন্যদিকে চাম্বায় একটি মেঘভাঙা বৃষ্টির তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে।

সিনেস্কোপ

29 August, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে শ্রমজীবী মানুষদের কাহিনি। ছবির নাম 'কপাল'। পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ। কুলি, রিকশাওয়ালার মতো সাধারণ মানুষের জীবনের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন রাজা সরকার ও সুকন্যা দত্ত

পরম সুন্দরী

বলিউডে এখন প্রেমের হাওয়া। আজ মুক্তি পাচ্ছে বহু চর্চিত রোম্যান্টিক মিউজিক্যাল ছবি 'পরম সুন্দরী'। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুর এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। এই ছবির গান দিয়েই আবার বলিউডে ফিরছেন সঙ্গীতশিল্পী আদনান স্বামী। ছবির পরিচালক তুষার জালোটা। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বলিউডে এক-এক সময় এক-একরকম হাওয়া বয়। ইদানীং সেখানে মৃদুমন্দ প্রেমের হাওয়া বইছে। অ্যাকশন, থ্রিলার, হরর, কমেডি ছেড়ে রোম্যান্টিক লাভ স্টোরির দিকে ঝুঁকেছেন বলিউডি নির্মাতা, নির্দেশকেরা আর সেই হাওয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছেন দর্শকেরাও। রোম্যান্টিক মিউজিক্যাল লাভ স্টোরির কদর তাই বাড়ছে উত্তরোত্তর। অনেকদিন পর বা বলা যেতে অনেকগুলো বছর পরে সম্প্রতি সব রেকর্ড ব্রেক করেছে অহন পান্ডে এবং অনিত পাড্ডার 'সাইয়ারা' ছবিটি।

কল্পনাতীত সাফল্য পেয়েছে এই ছবি। সেই 'কয়ামত সে কয়ামত তক', 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'র যুগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যে ছবিগুলো তৈরি করেছিল এক-একটি মাইলফলক। সেই 'সাইয়ারা'র রেশ ধরেই আবারও একটা রোম্যান্টিক লাভ স্টোরি মুক্তি পাচ্ছে আজ ২৯ অগাস্ট। পরিচালক তুষার জালোটার ছবি 'পরম সুন্দরী'। ছবির নামটা শুনেই মনে পড়েছিল সেই হেমা মালিনীর অভিনীত 'ড্রিম গার্ল' ছবির কথা। ওই ছবির নামভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং হেমা। তখন থেকে তাঁকে গোটা দুনিয়া ড্রিম গার্ল বলেই ডাকতে পছন্দ করতেন। 'পরম সুন্দরী' কিন্তু তা নয়। জাহ্নবী সত্যি পরমাসুন্দরী হলেও আসলে এই ছবিটা উত্তর ভারতের ছেলে 'পরম সচদেব'-এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মেয়ে 'দেখপাট্টা সুন্দরী দামোদরম পিল্লাই' সংক্ষেপে 'সুন্দরী'র রোম্যান্টিক, মিষ্টি প্রেমের গল্প। পরিচালক উত্তর-দক্ষিণকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন এই ছবিতে। ছবির মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং জাহ্নবী কাপুর। সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বলিউডে হাতেখড়ি হয়েছিল করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' ছবির মাধ্যমে। ওই ছবিতে ডেবিউ করেছিলেন আলিয়া ভাটও। সদ্য-সদ্য ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের বাবাও হয়েছেন সিদ্ধার্থ। এর মাঝেই তাঁর নতুন ছবি রিলিজ। এক সঙ্গে ডবল ধমাকা যাকে বলে। অন্যদিকে, শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুরের বলিউডে হাতেখড়ি হয় 'ধড়ক' ছবিটির মাধ্যমে। ছবিটি নাগরাজ মঞ্জুলের মারাঠি ভাষার ছবি 'সৈরাট'-এর হিন্দি রিমেক। এরপর একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন তিনি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গুঞ্জন সাক্সেনা দ্য' কার্গিল গার্ল এবং দক্ষিণের সুপারস্টার এন টি আরের বিপরীতে 'দেবারা' ইত্যাদি। 'পরম সুন্দরী'তে একসঙ্গে প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করছেন সিদ্ধার্থ এবং জাহ্নবী।

চলতি মাসেই 'পরম সুন্দরী' ছবির ট্রেলার লঞ্চ হয়েছিল। তখন থেকেই সাড়া ফেলেছিল ছবিটি। রোম্যান্টিক অথচ ঘটনাবহুল, জমজমাটি প্রেমের গল্প 'পরম সুন্দরী'। উত্তর ভারতের পরম সচদেব কেরল বেড়াতে আসে। কেরলে এসে সে সেখানকার বাসিন্দা নৃত্যপটীয়সী সুন্দরীর বাড়িতে টুরিস্ট হিসাবে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে শুরু হয় তাদের প্রেমকাহিনি। প্রথমেই ছিল না— সেই প্রেম একটু একটু করে ঝগড়া, ঝামেলা, রাগ, জেদ, মান-অভিমানের শেষে প্রেম জমে ক্ষীর হয়। এই ছবিতে জাহ্নবীর চরিত্রটা কিছুটা তামিল এবং কিছুটা মালায়ালির মিশেল। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জাহ্নবী বলেন, 'এই ছবিটা করতে গিয়ে আমি কোথাও একটা আমার শিকড়কে ছুঁতে পেরেছি। আমি বা আমার মা কেউ মালয়ালি নই তবে আমার মা শ্রীদেবী তামিল ছিলেন সেই হিসেবে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি আমার খুব কাছের। এই দক্ষিণী সংস্কৃতির অনেক কিছুই আমার পছন্দের এবং

আগ্রহের ফলে এমন একটা চরিত্রে কাজ করতে পেরে খুব খুশি।' এর সঙ্গে তিনি এ-ও বলেন, 'মালয়ালম ছবির প্রতিও আমার বরাবর খুব ঝোঁক। মালয়ালম সিনেমার আমি খুব ভক্ত।' 'পরম সুন্দরী' দুটো কালচারকে খুব সুচারুভাবে তুলে ধরবে। দুই সংস্কৃতির মধ্যেকার বিস্তর ফারাক, মানসিক দ্বন্দ্ব আর সেই দ্বন্দ্বের মাঝেই একটু একটু করে বেড়ে ওঠা দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানুষের প্রেম কি শেষ পরিণতি পেল? এটা জানতেই যেতে হবে প্রেক্ষাগৃহে। এই ছবির জন্য সিদ্ধার্থ মালহোত্রা কালারিপায়াত্তু নামের এক বিশেষ মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যা বেশ শ্রমসাধ্য এবং কষ্টসাধ্যও। সিদ্ধার্থ এবং জাহ্নবী ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন সঞ্জয় কাপুর, সিদ্ধার্থ শঙ্কর, মনজোৎ সিং প্রমুখ। ছবির 'পরদেশিয়া' গানটি ইতিমধ্যেই সুপারহিট এবং ভীষণভাবে ভাইরাল। গানটি গেয়েছেন সোনু নিগম এবং কৃষ্ণকলি সাহা। 'পরদেশিয়া' হিট করতে না করতে আর একটি গান 'ভিগি ভিগি শাড়ি'ও সুপারহিট হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ এবং জাহ্নবী কাপুরের কেমিস্ট্রি দেখবার মতো সেই গানে। দর্শক আজ মুখিয়ে ছবিটি দেখার জন্য। এই গানটির মাধ্যমে প্রায় একদশক পরে বলিউডে ফিরলেন গায়ক আদনান স্বামী তাঁর সঙ্গে গানে জুটি বেঁধেছেন শ্রেয়া ঘোষাল। গানগুলো লিখেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং সুর দিয়েছেন সচিন-জিগর জুটি। যদিও মুক্তির আগে থেকে অনেক বিতর্ক ছিল এই ছবি নিয়ে। ট্রেলারে দেখানো গির্জায় একটা রোম্যান্টিক দৃশ্য নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছিল একাংশ। বলা হয়েছে ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করা হয়েছে। গির্জার মতো উপাসনালয়ে এমন দৃশ্যের চিত্রায়ণ নাকি অবমানাকর। বিতর্ক যা-ই থাকুক না কেন আজ শুভমুক্তির ডঙ্কা বেজেই গেল। ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি 'পরম সুন্দরী'র প্রযোজক দিনেশ ভিজন। ছবির চিত্রনাট্যকার অর্শ ভোরা, তুষার জালোটা এবং গল্প লিখেছেন গৌরব মিশ্র, অর্শ ভোরা এবং তুষার জালোটা। এই ছবির সবচেয়ে আলোচ্য, এর সিনেমাটোগ্রাফি। সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন সান্থানা কৃষ্ণন রবিচন্দ্রন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

29 August, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৯ অগাস্ট ২০২৫
শুক্রবার

দলীপে ৯৬ বলে ১২৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন রজত পাতিদার। প্রথম দিনের শেষে তাঁদের রান ৪৩২/২

অনেকেই চান অবসর নিই

দলীপে ছন্দেই শামি, উত্তরাঞ্চল ৩০৮-৬

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : এশিয়া কাপে সুযোগ না পেয়ে নাম না করে নির্বাচকদের একহাত নিলেন মহম্মদ শামি। তাঁর দাবি, অনেকেই চান তিনি যেন অবসর নিয়ে নেন। একই সঙ্গে অভিজ্ঞ পেসারের প্রশ্ন, তিনি যদি দলীপ ট্রফির মতো চারদিনের টুর্নামেন্টে খেলার জন্য ফিট হন, তাহলে টি-২০ ক্রিকেটের জন্য কেন ফিট হবেন না?

শামি বলেছেন, আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। কিন্তু আমি যদি দলীপে খেলার জন্য ফিট হই, তাহলে টি-২০-তে কেন নই? আমাকে নিয়ে যদি কারও কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে সেটা খুলে বলুক। মনে হচ্ছে, আমি অবসর নিলেই অনেকের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। যেদিন খেলতে ভাল লাগবে না, সেদিন সরেই যাব।

শামি আরও বলেছেন, দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা আমার স্বপ্ন। ২০২৩ সালে খুব কাছাকাছি পৌঁছেও ট্রফিটা মুঠোয় নিতে পারিনি। গত দুটো মাস ধরে টানা ট্রেনিং করেছি। ওজন কমিয়েছি। নেটে প্রচুর খেটেছি। আপাতত লক্ষ্য দলীপে লম্বা স্পেলে বল করা। আমাকে দলে নেওয়া হচ্ছে না। তবুও কঠোর পরিশ্রম করে যাব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলব।

এদিকে, ন'মাস বাদে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে মহম্মদ শামি দেখালেন তিনি সুলতান অফ স্যুইং-ই আছেন। উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপের প্রথম দিন একটির বেশি উইকেট না পেলেও প্রথম দুটি স্পেলের পর শামি ছন্দ ফিরে পান। তাতেই উত্তরাঞ্চল ৬ উইকেটে ৩০৮ রানের বেশি যেতে পারেনি। শামির বোলিং গড় ১৭-৪-৫৫-১। ভারতীয় দলে খেলা পূর্বাঞ্চলের আরেক পেসার মুকেশ কুমারের বোলিং গড় ১১.৫-১-৩৯-০। স্পিনার মনিষি ৯০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

আয়ুষ বাদোনি ৬৩ রান করা ছাড়া নিশান্ত সিন্ধু (৪৭) ও কানহাইয়া ওয়াধাবন (৪২ ব্যাটিং) ভাল ব্যাট করেছেন। উত্তরাঞ্চল আগে ব্যাট করার পর তিনি কেমন করেন সেদিককে নজর ছিল নির্বাচকদের। দলীপের পারফরম্যান্সের পর তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া না যাওয়া অনেকটা নির্ভর করবে। শামি প্রথম স্পেলে ৫ ওভারে ১০ রান দিয়েছেন। পরের দুটি স্পেলে তিনি তিন ও চার ওভার বল করেছেন। শেষ স্পেলে ৫ ওভারে ২৬ রান দিয়ে নিয়েছেন সাহিল লুটরার (১) উইকেট।

বুচিবাবুতে জয় : বুচিবাবু টুর্নামেন্টে বাংলা বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে। তামিলনাড়ু আগে ব্যাট করে তুলেছিল ২০৩ রান। জবাবে বাংলা করে ২৪১ রান। এরপর তামিলনাড়ু দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৩ রান করেছিল বিশাল ভাটি ৭৫ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। অতঃপর জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৭৯ রান ৩২.২ ওভারে তুলে নিয়েছে বাংলা। সুদীপ ঘরামি ৭০ ও অভিষেক পোরেল ৫০ রান করেছেন।

প্লাতিনিরা মুক্ত

জুরিখ : বড় স্বস্তি পেলেন ফিফার প্রাক্তন সভাপতি সেপ ব্লাটার এবং কিংবদন্তি ফরাসি ফুটবলার তথা প্রাক্তন উয়েফা সভাপতি মিশেল প্লাতিনি। ২০ লক্ষ সুইস ফ্রাঁ জালিয়াতি মামলা থেকে দু'জনকেই মুক্তি দিয়েছে সুইস ফেডারেল প্রসিকিউটর। গত ১০ বছর ধরে এই মামলা চলছিল। দু'দুবার ট্রায়ালও হয়েছিল ব্লাটার ও প্লাতিনির। দু'জনেই বারবার অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার দু'জনকেই নির্দোষ বলে জানিয়েছে সুইস ফেডারেল প্রসিকিউটর।

প্রজ্ঞার টিকিট

সেন্ট লুইস : গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞানন্দ। সিঙ্কফিল্ড দাবায় রানার্স হয়ে এই টিকিট পেয়েছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হন মার্কিন দাবাড়ু ওয়েসলি সো। নবম রাউন্ডের পর ওয়েসলি, প্রজ্ঞানন্দ এবং আরেক মার্কিন দাবাড়ু ফাবিয়ানো কারুয়ানা ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে একই মেরুতে ছিলেন। তবে প্লে-অফে ২ পয়েন্টে মধ্যে ১.৫ পয়েন্ট পেয়ে দু'জনকে টেক্কা দেন ওয়েসলি। প্রজ্ঞা দ্বিতীয় এবং কারুয়ানা তৃতীয় স্থান পান।

শেষ আটে সিন্ধু

প্যারিস, ২৮ অগাস্ট : ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পিভি সিন্ধুর স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। গতকাল চার বছরের খরা কাটিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। বৃহস্পতিবার বিশ্বের দু'নম্বর ওয়াং ঝি ই-কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করে নিলেন। চিনা শাটলারের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি সাক্ষাতেই হেরেছিলেন সিন্ধু। কিন্তু এদিন কোর্টে ঝড় তুলে ২১-১৯, ২১-১৫ সরাসরি গেমে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিলেন। পরের রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ বিশ্বের ৯ নম্বর ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানি।

বহুদিন হয়ে গেল কোনও বড় মাপের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জিততে পারেননি সিন্ধু। মেয়েদের সিঙ্গলসের ক্রমতালিকায় নামতে নামতে তিনি এখন ২১ নম্বরে। রেকর্ড বই বলছে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধুর সেরা পারফরম্যান্স ২০১৯ সালে সোনা জয়। এছাড়া দু'বার রুপো এবং দু'বার ব্রোঞ্জও জিতেছেন। তবে শেষ পাঁচটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেই, ব্রোঞ্জ নিশ্চিত সিন্ধুর। যা হবে তাঁর ষষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক। এদিকে, বড় চমক দিয়েছেন ভারতীয় মিক্সড ডাবলস জুটি ধ্রুব কপিলা ও তানিশা ক্রিস্টো। প্রতিপক্ষ হংকংয়ের জুটিকে ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ গেমে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ধ্রুব ও তানিশা।

এশীয় শুটিংয়ে মনুর তিনটি ব্রোঞ্জ

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : তিনটি ব্রোঞ্জ নিয়ে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করলেন মনু ভাকের। একটি ইভেন্টে তিনি চতুর্থ হয়েছেন। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, দল হিসাবে আমরা ভালই করেছি। নিজের সম্পর্কে মনু বলেছেন, সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। এরপর আরও ভাল করার চেষ্টা করব। আগের দিন আনিস ভানওয়ালা ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ারে রুপো পেয়েছিলেন। ২০২৩-এ তিনি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন।

ডায়মন্ড নিয়ে স্বপ্ন ব্রাইটের

প্রতিবেদন : চার বছর আগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিলেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ব্রাইট এনোবাখারে। সেই ব্রাইট এবার ডায়মন্ড হারবারের জার্সি গায়ে খেলবেন আই লিগে। কলকাতায় এসে সংবাদমাধ্যমকে ব্রাইট বললেন, ডায়মন্ড হারবার এফসি-র প্রজেক্ট দেখেই এখানে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই ক্লাবকে আইএসএলে দেখতে চাই। ডায়মন্ড হারবার আইএসএলে খেলার যোগ্য। ক্লাবের মিশনে নিজের অবদান রাখতে পারলে দারুণ লাগবে। ইস্টবেঙ্গলে খেলার সময় মিরশাদ মিচু, আঙ্গুসানারা সতীর্থ ছিলেন তাঁর। এবার ডায়মন্ড হারবারেও মিরশাদ ও আঙ্গুসানাকে পাশে পাবেন ব্রাইট। ভোলেননি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদেরও। ব্রাইটের কথায়, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আইএসএলে গোয়ার বিরুদ্ধে করা আমার দর্শনীয় গোলটা ওরা এখনও আমাকে মনে করিয়ে দেয়। ডায়মন্ড হারবারের হয়েও এমন স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করতে পারলে ভাল লাগবে।

তাজিকিস্তানে পরীক্ষায় খালিদ

প্রতিবেদন : শুক্রবার তাজিকিস্তানে প্রথম পরীক্ষায় ভারতীয় দলের নতুন হেড কোচ খালিদ জামিল। কাফা নেশনস কাপে প্রথমবার অংশ নিচ্ছে ভারত। নতুন দায়িত্ব নিয়ে খালিদের সামনে শুরুতেই কঠিন প্রশ্নপত্র। কাফা কাপে প্রথম প্রতিপক্ষ তাজিকিস্তান। হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় রাত ৯টায় ম্যাচ। এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে কাফা কাপকে দেখছেন খালিদ। মোহনবাগানের ফুটবলারদের ছাড়াই ২৩ জনের দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলছে ভারত। তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান প্রতিযোগিতার যুগ্ম আয়োজক। খালিদ ম্যাচের আগের দিন বললেন, বেঙ্গালুরুতে আমাদের ১০ দিনের প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট। তাজিকিস্তান কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে আমরা নিজেদের খেলায় মনোনিবেশ করছি। মানসিকভাবে আমরা তৈরি। প্রতি ম্যাচের আগে উন্নতি করতে চাই। জুনিয়র ও সিনিয়র মিলিয়ে আমরা শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে চাই আগামিদিনে।

খুঁজতে হবে নতুন আয়োজক

ডিসেম্বরে শুরু হতে পারে আইএসএল

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে জটিলতা আরও কিছুটা কাটল। কিন্তু পুরোপুরি নয়। আপাতত ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল এফএসডিএলের। আইএসএলের আয়োজক হিসেবে এফএসডিএল তাদের একক স্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। তারা ফেডারেশনকে বকেয়া শেষ কিস্তির ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেবে। এরপর টেন্ডারের মাধ্যমে আইএসএলের নতুন আয়োজক খুঁজে নিতে হবে এআইএফএফ-কে। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র নিয়ে রায় সোমবার পর্যন্ত পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদন করে নির্বাচন না করলে নির্বাসনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ফিফা। কিন্তু বৃহস্পতিবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ফিফার নির্দেশ অপ্রাসঙ্গিক। আদালত নিজের কাজ করবে। রায় রিজার্ভ রয়েছে। আমরা রায় জানাব সময়মতো। সোমবারই পরবর্তী শুনানি। সেদিনই আইএসএল ও গঠনতন্ত্র নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম নজরে

- গঠনতন্ত্র নিয়ে রায় সোমবার
- আইএসএল ডিসেম্বরে শুরুর প্রস্তাব
- আয়োজক স্বত্ব ছাড়ছে এফএসডিএল
- টেন্ডারের মাধ্যমে নতুন আয়োজক
- সেপ্টেম্বরেই সুপার কাপের প্রস্তাব
- সোমবার শুনানি শেষে সিদ্ধান্ত

এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের তরফে যুগ্মভাবে এদিন সুপ্রিম কোর্টে মাস্টার্স রাইটস চুক্তির (এমআরএ) ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মূল পাঁচটি প্রস্তাব হল, (১) এককভাবে আইএসএলের আয়োজন স্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজি এফএসডিএল। (২) এমআরএ-র বকেয়া কিস্তির ১২.৫ কোটি টাকা ফেডারেশনকে এখনই মিটিয়ে দেবে এফএসডিএল। (৩) সুপার কাপ হবে সেপ্টেম্বরে। (৪) আইএলএল চালাতে নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার খুঁজতে টেন্ডার ডাকতে হবে ফেডারেশনকে। (৫) টেন্ডার যে পাবে তাকে ডিসেম্বরে আইএসএল শুরু করতে হবে। দরপত্র (টেন্ডার) আহ্বান করবে এআইএফএফ এবং গোটা প্রক্রিয়া তারা ১৫ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করবে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এফএসডিএল-ই ফের দরপত্র তুলে আইএসএলের স্পনসর হিসেবে আসতে পারে।

জিতলেই সায়নরা আজ সুপার সিক্সে

ছন্দে রয়েছেন সায়ন।

প্রতিবেদন : শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে কালীঘাট মিলন সংঘকে হারালেই কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের সুপার সিক্স নিশ্চিত করবে ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপের শেষ ম্যাচ। জিতলে গ্রুপ 'এ'-তে ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট হবে লাল-হলুদের। গ্যালারির সমর্থন পেতে আগের দিন সমর্থকদের নৈহাটি আসার অনুরোধ করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। এদিন পুলিশ এসি ৫-০ গোলে পাঠচক্রকে হারিয়ে গ্রুপে শীর্ষে উঠে এসেছে।

জেসিন টি কে, নাসিব রহমানের মতো কয়েকজনের চোট আছে। কার্ড সমস্যাও রয়েছে। বিনো জানিয়েছেন, তাঁর হাতে বিকল্প রয়েছে।

বিনো বললেন, কলকাতা লিগ দেশের সবচেয়ে কঠিন লিগ। এখানে শুধু ডেভেলপমেন্ট প্লেয়ারদের খেলালে মাঠে দর্শক আসবে না। কলকাতায় খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস দেখার জন্যও সমর্থকরা আসেন। তাদের কথাও ভাবতে হয়। লিগে সব প্রতিপক্ষকেই আমরা সম্মান করি। কালীঘাটের বিরুদ্ধেও আমাদের তিন পয়েন্ট পেতে হবে। সমর্থকদের মাঠে আসার অনুরোধ করছি।

জিতল মহামেডান : কলকাতা লিগে তৃতীয় জয় পেল মহামেডান। এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারাল তারা। গোলদাতা সজল বাগ।

মাঠে ময়দানে
29 August, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হয়তো যোগাযোগের অভাব, তবু রোহিত-বিরাটের বিদায়ী ম্যাচ পাওয়া উচিত ছিল। বললেন শ্রীকান্ত

বেঁটে বললে বিরাট রেগে যাবে

আমি লম্বা, তাই সানিকে কপি করতে চাইনি : দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ক্রিকেট সময়ের সঙ্গে অনেক বদলে গিয়েছে। এখন পাওয়ার হিটিং, আরও পরিষ্কার করে বললে ছক্কা হাঁকানো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এতে সুবিধা পাচ্ছে লম্বা ব্যাটাররা। কেভিন পিটারসেন, কেরন পোলার্ডরা এই সুবিধা পেয়েছেন। বিশেষ করে টি-২০ ফর্ম্যাটে। বললেন রাহুল দ্রাবিড়।

একটি পডকাস্ট-এ এই বিষয়ে নিজের মতামত জানাচ্ছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ। ক্রিকেট জীবনে নিখুঁত ডিফেন্সের জন্য দ্রাবিড়কে বলা হত দ্য ওয়াল। টেকনিকের দিক থেকেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। দ্রাবিড় ব্যাটিংয়ের ব্যালান্স নিয়ে বলতে গিয়ে এটা জানান যে, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্যাটাররা কিন্তু ন্যাচারাল হন। তাঁর কথায়, গাভাসকর দারুণ ব্যালান্সড ছিলেন। তিনি কীভাবে ব্যাট করতেন মাথায় রাখতাম। তিনি যেভাবে ব্যাট হাতে দাঁড়াতেন সেটা আমি খুব পছন্দ করতাম। তবে আমি একটু লম্বা ছিলাম বলে ওঁকে কপি করার চেষ্টা করিনি।

দ্রাবিড় এরপর বিভিন্ন যুগের ব্যাটারদের নিয়ে মত জানিয়েছেন। তেন্ডুলকর খুব ব্যালান্সড ছিল। আমার ধারণা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি নিচের দিকে বলে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্যাটাররা সবসময় ব্যালান্সড হওয়ার সুবিধা পেয়েছে। বিভিন্ন দশকে আমরা অনেক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্যাটার দেখেছি। গাভাসকর, তেন্ডুলকর, লারা, পন্টিং। পুরনো দিনের কথা ধরলে ডন ব্র্যাডম্যান। দ্রাবিড় এই তালিকায় বিরাটকেও রেখেছেন। যদি এই নিয়ে মজা করতে ছাড়েননি, ওকে বেঁটে মানুষ বললে বিরাট হয়তো পছন্দ করবে না!

এরপরই দ্রাবিড় ক্রিকেট কীভাবে বদলে গিয়েছে সেই কথা টেনে আনেন। জানান এখনকার ক্রিকেটে পাওয়ার হিটিং ও ছক্কার প্রাদুর্ভাবে ছবিটা বদলে গিয়েছে। পিটারসেন, পোলার্ডের মতো লম্বা ক্রিকেটাররা টি ২০-তে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন।

বিরাটের প্রশংসায় মহাতৃপ্ত পূজারা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : বিরাট কোহলির প্রশংসা পেয়ে আপ্লুত চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর অবসরের পর, বিরাট শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন, ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরে আমার কাজটা সহজ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পুজি। ভারতীয় টেস্ট দলে দু'জনে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। পূজারা নামতেন তিনে, বিরাট চারে। সেটাই সতীর্থকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট।

এই প্রসঙ্গে পূজারার বক্তব্য, বিরাট গ্রেট। ওর মতো ক্রিকেটারের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে গর্বিত। বিরাট বলেছে, আমি ওর কাজ সহজ করে দিয়েছিলাম। এটা আমার জন্য সত্যিই গর্বের বিষয়। কারণ তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামার সময় আমার দায়িত্ব ছিল, পরের ব্যাটাররা যাতে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিং করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা। বিরাটের প্রশংসা পেয়ে মনে হচ্ছে, ঠিকঠাকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।

পূজারা আরও জানিয়েছেন, টেস্ট অভিষেকের পর, শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো সিনিয়রদের পরামর্শ তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করেছিল। তিনি বলেন, টেস্ট অভিষেকের পর ড্রেসিংরুমে শচীন পাজি, রাহুল ভাইদের সিনিয়র হিসাবে পেয়েছিলাম। ওঁদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। যা ক্রিকেটার হিসাবে আমাকে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। সুযোগ পেলেই, ওঁদের সঙ্গে নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা করতাম। পরে রাহুল ভাইকে জাতীয় দলে কোচ হিসাবেও পেয়েছি। পূজারা জানিয়েছেন, আপাতত অবসর জীবন এবং ধারাভাষ্যকারের ভূমিকা উপভোগ করতে চান।

আলকারেজের জয়, বিতর্কে ওস্তাপেঙ্কো

নিউ ইয়র্ক, ২৮ অগাস্ট : আরও একটা ম্যাচ স্ট্রেট সেটে জিতে ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে কার্লোস আলকারেজ। ছেলেদের দ্বিতীয় বাছাই আলকারেজ ৬-১, ৬-০, ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন ইতালীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্তিয়া বেলুচ্চিকে।

স্প্যানিশ তারকাকে এবারের ইউএস ওপেনে আরও বেশি আগ্রাসী দেখাচ্ছে। পরের রাউন্ডে আলকারেজের প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার এলিয়ট স্পিজিরি। নিখুঁত একটা জয়ের পর আলকারেজের বক্তব্য, গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছিলাম। এদিন কোর্টে নামার আগে ওই হারটা মাথায় ছিল। নিজের খেলায় আমি খুশি। মেয়েদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এরিনা সাবালেঙ্কা। তিনি পোলিনা কুদেরমেতোভাকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন। অন্যদিকে, ম্যাচ হেরে প্রতিপক্ষ টেলর টাউনসেন্ডকে 'অশিক্ষিত' বলে বিতর্কে জড়ালেন জেলেনা ওস্টাপেঙ্কো। ২০১৭ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন ওস্টাপেঙ্কো ৫-৭, ১-৬ সেটে হেরে যান। ওস্টাপেঙ্কোর অভিযোগ, ম্যাচ চলাকালীন টেনিসের শিষ্টাচার মানেননি টাউনসেন্ড। প্রথমত, ম্যাচ শুরুর আগে ওয়ার্ম আপের সময় টাউনসেন্ড নেটের কাছে চলে এসেছিলেন। টেনিসের নিয়ম অনুযায়ী গা ঘামানোর সময় দুই খেলোয়াড়কে বেস লাইনে থাকতে হয়। দ্বিতীয়ত, ম্যাচ চলাকালীন নেটে বল লেগে ভাগ্যক্রমে একটি পয়েন্ট পান টাইনসেন্ড। ওস্টাপেঙ্কোর অভিযোগ, সেই সময় শিষ্টাচার মেনে তাঁকে দুঃখিত বলেননি প্রতিদ্বন্দ্বী। ওস্টাপেঙ্কোর বক্তব্য, হাত মেলানোর সময় আমি ওকে বলেছিলাম, তোমার একবার দুঃখিত বলা উচিত ছিল। অন্যদিকে, টাউনসেন্ড বলেছেন, হেরে গেলে অনেকেই মুখ খারাপ করে। ও আমাকে অশিক্ষিত ও রুচিহীন বলে আক্রমণ করেছে। হুমকি দিয়েছে, আমেরিকার বাইরে খেলতে গেলে দেখে নেওয়ার!

ম্যাচের পর উত্তেজিত ওস্টাপেঙ্কো।

ভারত-চিন আজ

রাজগীর : শুক্রবার শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ হকি। প্রথম দিন বিকেল তিনটেয় ভারত খেলবে চিনের সঙ্গে। এবারের টুর্নামেন্টের গুরুত্ব বেশি এই কারণে যে চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে। যা হবে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে। আট দলের এই টুর্নামেন্টে পরের ছ'টি দলকে বাছাই পর্বে খেলতে হবে। টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। ভারতের পরের দুটি ম্যাচ রবি ও সোমবার জাপান এবং কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে।

অনূর্ধ্ব-২৩-এ হার

কুয়ালালামপুর : দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও হার অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় ফুটবল দলের। বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত এই রুদ্ধদ্বার ম্যাচে অনূর্ধ্ব-২৩ ইরাকের কাছে ১-৩ গোলে হেরেছে ভারত। প্রসঙ্গত, দোহায় অনূর্ধ্ব-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে কাতার, বাহরিন ও ব্রুনেইয়ের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি, তবু দাম উঠেছে ১৫ লাখ

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে

দুবাই, ২৮ অগাস্ট : আসন্ন এশিয়া কাপে ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। আয়োজকরা এই ম্যাচের টিকিট বিক্রি এখনও শুরু করেনি। কিন্তু তার আগেই ভারত-পাক ম্যাচের টিকিটের দর আকাশ ছুঁয়েছে। এতটাই যে, ২৬ হাজার টাকা দামের টিকিটের দর কালোবাজারে উঠেছে ১৫.৭৫ লক্ষ! বেশ কিছু ওয়েবসাইটও দাবি করছে, তাদের হাতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট রয়েছে।

গোটা বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টুর্নামেন্টের আয়োজক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং আইসিসি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অনলাইনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আরও অন্তত দুটো দিন পর। তাই দর্শকদের সতর্ক করা হচ্ছে, ভুয়ো ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কিনে প্রতারিত না হওয়ার জন্য। প্রায় একই বিবৃতি দিয়েছে আইসিসিও। এদিকে, বিসিসিআই সূত্রের খবর ৪ অক্টোবর দু'দফায় দুবাই পৌঁছবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরের দিন, ৫ অক্টোবর দুবাইয়ে আইসিসির অ্যাকাডেমিতে প্রথম নেট সেশন করবে ভারতীয় দল। তবে দুই নেট বোলার প্রসিধ কৃষ্ণ এবং ওয়াশিংটন সুন্দর দলের সঙ্গে দুবাই যাবেন না।

চতুর্থ ডিভিশন ক্লাবও হারাল ম্যান ইউকে

কারাবাও কাপে ২৬ গোল

লন্ডন, ২৮ অগাস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দুঃসময় যেন কাটছেই না! হার দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করার পর, দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র। এবার কারাবাও কাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেও ছিটকে গেল রুবেন আমোরিমের দল। তাও আবার চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব গ্রিমসবি টাউনের কাছে হেরে! নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ থাকার পর, ম্যারাথন টাইব্রেকারে ১২-১১ ব্যবধানে বাজিমাত করে গ্রিমসবি। খেলার ২২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল ম্যান ইউ। আট মিনিটের মধ্যেই গোলকিপার আন্দ্রে ওনানার ভুলে ০-২ হয়ে যায়। ৭৫ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউমোর গোলে ব্যবধান কমায় ম্যান ইউ। ৮৯ মিনিটে ২-২ করেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। এরপর শুরু হয় টাইব্রেকার। আর তাতেই চমক। চতুর্থ ডিভিশনের একটি দল হারিয়ে দেয় মহাশক্তিধর ম্যান ইউকে।

চেনা ছন্দে মেসি, ফাইনালে মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২৮ অগাস্ট : চোটের কারণে শেষ দু'টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। কিন্তু চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই জোড়া গোল লিওনেল মেসির! তাঁর দাপটেই বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। তবে ম্যাচের ৭৬ মিনিট পর্যন্ত ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল মায়ামি। শুরু থেকে দাপুটে ফুটবল উপহার দিলেও, প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল হজম করে বসেন মেসিরা। মায়ামি ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ানো ফ্যালকনের ভুল ক্লিয়ারেন্সের সুযোগে গোল করেন অরল্যান্ডোর মার্কো পাসালিচ। বিরতির পর গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন মেসিরা। অবশেষে ৭৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-১ করেন মেসি। অরল্যান্ডোর লেফট ব্যাক ডেভিড ব্রেকালো নিজেদের বক্সে ফাউল করে এই পেনাল্টি উপহার দিয়েছিলেন। সঙ্গে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে (লাল কার্ড) মাঠ ছাড়তে হয়েছে ব্রেকালোকে। ফলে বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে অরল্যান্ডোকে। ৮৮ মিনিটে ২-১ করেন মেসি। সতীর্থ জর্ডি আলবার সঙ্গে দ্রুত ওয়াল পাস খেলে বিপক্ষ বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। এর পর বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান। সংযুক্ত সময়ে লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে বল পেয়ে ৩-১ করেন সেগোভিয়া। লিগস কাপের ফাইনালে ওঠার সুবাদে আগামী বছর কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মায়ামি।

মেসির এই গোলে ফাইনালে দল।